Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মৃত্যুর প্রস্তুতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরজিনা আক্তার

রোলঃ 227022431

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মৃত্যুর প্রস্তুতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরজিনা আক্তার

রোলঃ 227022431

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ মৃত্যুর প্রস্তুতি ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আরজিনা আক্তার, আইডিঃ 227022431 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মৃত্যুর প্রস্তুতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Arjina Akther

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আরজিনা আক্তার

আইডিঃ 227022431

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

- **সূচিপত্র**

আলোচনার বিষয়বস্তু

■ **পৃষ্ঠা নম্বর**

১. মানবজীবনের মূল প্রকৃতি--

২. মৃত্যুর বার্তা

৩.মহান চার খলিফার অমিয় বাণী

৪.মৃত্যু কখন আসবে

৫. পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান

৬.মৃত্যুকে স্মরণ করার উপকারিতা

৭.দুনিয়া যুগপৎ কারাগার ও স্বর্গ

৮.মৃত্যুর ঘোষণা

৯.মৃত্যুর স্বাদ

১০.মৃত্যুর পর মানুষের পাঁচটি অংশ

১১. জীবিত ও মৃত লোকদের উদ্দেশ্য হযরত আলী (রাঃ) এর উপদেশ

১২.দুনিয়া হলো ক্ষণিকের আশ্রয়

১৩.দুনিয়ার অস্থায়িত্ব

১৪.জাহান্নামের জন্য মেহনত

১৫.আল্লাহ তায়ালা কে লজ্জা করার পদ্ধতি

১৬.ভেবো না, আমার ওয়ারিশ আছে

১৭.জনৈক জমিদারের কাফনশূণ্য মরদেহ কবরে জায়গাও পায়নি

১৮.চরম শিক্ষা

১৯.নসীহতের উপকরণ

২০.প্রজ্ঞাপূর্ণ বচন

২১.রাজার চোখ লাগবে কেনো?

২২.রাজার চোখ

২৩.একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

২৪.অর্থহীন ভালোবাসা
২৫.জমদূতের পত্রবাহক
২৬.আল্লাহ কেনো মৃত্যু দিলেন?
২৭.মৃত্যুর সময় আবরণ উন্মোচন
২৮.মুমূর্ষকালীন অবস্থায় সাহাবীদের সঙ্গে মৃত্যুর শীতলতা
২৯.মুমূর্ষকালীন কষ্ট
৩০.মৃত্যুর বিছানায়
৩১. সুন্দর মৃত্যুর প্রস্তুতি
৩২. নামাজী ব্যক্তির জন্য কালিমায়ে তাইয়্যেবার তালকীন
৩৩.জনৈক মাদকাসক্তের মৃত্যুর বিবরণ
৩৪.পরলোক যাত্রার পথে পথে
৩৫. আল্লাহর বিধান অমান্যকারীর অবস্থা
৩৬. অন্যদের কাছে যাচনাকারীদের অবস্থা
৩৭. দ্বীন বিক্রিকারীর অবস্থা
৩৮. অন্যের ভূমি দখলকারীদের অবস্থা
৩৯. মৃত্যুর হুলিয়া
৪০. হযরত উমর বিন যর রহ. এর চূড়ান্ত বিনয়
৪১. আনন্দ বেদনার উপলক্ষ্য
৪২. মৃত্যু জমদূতের কাজ
৪৩. মৃত্যুর কতিপয় প্রজ্ঞা
৪৪. চূড়ান্ত নির্বোধ কে
৪৫.পরকালীন জীবনের দৃষ্টান্ত
৪৬.পরকাল ভাবনা জনৈক শিশুর মৃত্যু ভাবনা
৪৭.মৃত্যুকালে হযরত হাবীব আ'যমী রহ.-এর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা
৪৮. হাশর, কিয়ামত ও পরকাল

الْحَمْدُ اللهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، أَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين.

মানবজীবনের *মূল প্রকৃতি*

মানবজীবন হলো বাতাসের প্রবাহের প্রতিকূলে যুদ্ধ করে টিকে থাকা একটি প্রদীপের মতো। বুড়ো মানুষ যদি হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে বলা হবে শেষ রাতের প্রদীপ। যুবককে বলতে হবে সন্ধ্যা রাতের পিদিম। যেভাবে বাতাসের প্রবাহের মুখে কোনো রকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা একটি প্রদীপকে নেভাতে বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই, বাতাসের এক ঝটকাই তা নিভিয়ে ফেলতে পারবে, তদ্রুপ মানবজীবনের ইতি টানতেও বেশি কিছু লাগবে না। এক মুহূর্তেই বুজে আসতে পারে তার দু'চোখের পাতা। আর তাতেই তার এক জীবন শেষ হয়ে শুরু হবে ওপারের জীবনের অনিঃশেষ যাত্রা। কবির ভাষায়-

زندگی کیا ہے تھر کتا ہوا اک ننھا سا دیا

ایک ہی جھونکا جسے آکے بجھا دیتا ہے
یا سر مژگاں غم کا تھا کتا ہوا اک آنسو

যেভাবে আমরা দেখতে পাই যে, একজন ক্রন্দনকারীর চোখে যে অশ্রু থাকে, তা মাটিতে ফেলার জন্যে বড় কোনো আয়োজনের প্রয়োজন পড়ে না। দু'চোখের পাতা একত্র করলেই সেই লোনাজল মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। মানবজীবনের অবস্থা তদ্রুপই।
আল্লাহর জনৈক বুযুর্গ চমৎকার বলেছেন-

دنیا بغیر موت کے ایک پیسہ کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی

“মৃত্যুপূর্ব জীবনের এক আনাও মূল্য নেই'।”

নবীজির চোখে বুদ্ধিমানের সংজ্ঞা

একবার কয়েকজন যুবক সাহাবী রাদি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল,

مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ وَأَحْذَرُ النَّاسِ؟

'মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সমঝদার কে'?

নবীজি উত্তরে বললেন,
“মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান হলো ওই ব্যক্তি যিনি মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করেন, যিনি মৃত্যু আসার পূর্বে তার জন্যে অন্যদের চেয়ে বেশি প্রস্তুতি নিয়েছেন'”

أُولَئِكَ هُمُ الْأَكْيَاسُ، ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ.

তারাই হলেন সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, যারাই দুনিয়ার আভিজাত্য ও পরকালের মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়েছেন।

মিশকাত শরীফে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ. قَالُوا: وَمَا هَادِمُ اللَّذَّاتِ؟ قَالَ: الْمَوْتُ

হে আমার সাহাবীরা, যে জিনিস দুনিয়ার সকল স্বাদ শেষ করে দেবে, তার কথা খুব বেশি স্মরণ করো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, সে জিনিসটি কী? নবীজি বললেন, মৃত্যু।

[মিশকাত শরীফ, কিতাবুল জানায়েয: ১৪০]

হযরত আয়েশা রাদি, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী, কোনো সাধারণ ব্যক্তি কি কিয়ামত দিবসে শহীদদের সাথে পুনরুত্থিত হতে পারবেন? নবীজি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, ওই ব্যক্তি এই সৌভাগ্য লাভ করবে, যে প্রত্যহ বিশ বার নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে।

যেভাবে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি পুল বা ব্রিজের ওপর ঘর তৈরি করে না। তদ্রুপ আল্লাহ ওয়ালাগণও এই দুনিয়ার সাথে তাদের হৃদয়কে জুড়ে রাখেন না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. বলতেন- হে মানুষ, তুমি দুনিয়ার সামানের সাথে নিজেকে লাগিয়ে রাখছো অথচ দুনিয়া তোমাকে নিজের থেকে বের করতে ব্যস্ত। কবি বলেছেন-

أَمْ بُيُوتُكَ الدُّنْيَا فَوَاسِعَةٌ

فَلَيْتَ قَبْرُكَ بَعْدَ الْمَوْتِ يَتَّسِعُ

'আজ দেখতে পাচ্ছি, তোমার পৃথিবীর ঘর অনেক প্রশস্ত হায়
তোমার মৃত্যু পরবর্তী ঘরটিও যদি প্রশস্ত হতো'।

মৃত্যুর বার্তা

যদি আমরা মৃত্যুর কথা ভুলেও যাই, তারপরও দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস আমাদেরকে সেই মৃত্যুর বার্তা শুনিয়ে যায়। সূর্য প্রত্যহ উদিত হয়। অস্ত যাওয়ার সময় সেটি এ বার্তা দিয়ে যায় যে, হে মানুষ, একদিন তোমার জীবনের সূর্যও অস্তমিত হবে। যখন গাছের বীজ বপন করা হয় তখন

খুবই ছোট্ট একটি চারাগাছ গজিয়ে ওঠে। এরপর সেটি লতা-গুল্মবিশিষ্ট বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করে। কিন্তু অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সেটি হয়তো লাকড়ি হিসেবে আগুনে ভস্মিভূত হয় অথবা ফার্নিচার হয়ে গৃহশোভা বাড়ায়।
গাছের এই জীবনচক্র আমাদেরকে এ বার্তা জানাচ্ছে যে, হে মানুষ, একদিন তোমার অস্তিত্বও এভাবে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। শুধু এক গাছই নয়, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী আমাদেরকে 'একদিন তোমার জীবনও ফুরিয়ে যাবে' বার্তা দিচ্ছে। একদিন কেউ প্লেটোকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অমুক ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ কী? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তার জীবনই তার মৃত্যুর কারণ।

মহান চার খলীফার অমীয় বাণী

হযরত সিদ্দীকে আকবর রাদি. বলেছেন,
كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحَ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

'প্রতিটি মানুষ যদিও তার পরিবারের মাঝে দিনানিপাত করছে। কিন্তু চরম সত্য হলো, মৃত্যু তার জুতোর ফিতার চেয়েও তার অনেক কাছে'। [আত তাহরীর ওয়াত তানভীর: ৩/১৭৪]

সাইয়্যেদিনা হযরত উমর ফারূক রাদি. বলেছেন,
كفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا يَا عُمَرُ

'হে উমর, নসীহত হিসেবে মৃত্যুই যথেষ্ট'। [আল ইযতিহার ফীমা আকাদাহুশ শু'আরাউ মিনাল আসার ১/২৯]

হযরত উসমান গনী রাদি. বলেছেন,

إِنَّ مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا يَكْفِيكَ الْإِسْلَامُ نِعْمَةً وَإِنَّ مِنْ اشْغَالِ الدُّنْيَا يَكْفِيكَ الطَّاعَةُ مَشْفِيكَ الطَّاعَةُ مَشْغلاً الْعِبْرَةِ يَكْفِيكَ الْمَوْتُ عِبْرَةً.

- 'নিঃসন্দেহে দুনিয়ার নি'আমতসমূহের মধ্য হতে ইসলাম নামক নি'আমতই তোমার জন্যে যথেষ্ট। দুনিয়ার সকল ব্যস্ততার মধ্য হতে নিঃসন্দেহে 'আল্লাহর আনুগত্য'-এর ব্যস্ততাই তোমার জন্যে যথেষ্ট। আর এক মৃত্যুই তোমার জন্যে শিক্ষণীয় নসীহত হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে যথেষ্ট'।

মৃত্যু কখন আসবে?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মৃত্যু সম্পর্কে কী জানো? তখন একজন উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল, সকাল যখন ঘুম থেকে উঠি তখন বিশ্বাস হয় না যে, রাতটা পাবো কিনা? আরেকজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি চার রাকাত নামাযের নিয়ত বাঁধি কিন্তু আমার জানা নেই যে, সেই চার রাকাত শেষ করতে পারবো কিনা? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার অবস্থা হলো, "আমি যখন নামাযে একদিকে সালাম ফিরাই তখন আমি নিশ্চিত বলতে পারবো না যে, অন্য দিকে সালাম ফেরাতে পারবো কিনা?"

প্রিয় বন্ধুরা, এক মুহূর্তের জন্যেও ভরসা নেই। যেকোনো সময় মৃত্যু চলে আসতে পারে। কবি বলেছেন,

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں

ساماں ہے سو برس کا پل کا بھی خبر نہیں

এমন কেনো হয়েছে মানুষ
মরণ আসার নেই কোনো হুশ,
এক দণ্ডের গ্যারান্টি নেই
শত বছরের বুনছে ফানুস।

পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান

হযরত ইমাম মালেক রহ. মদীনায় মুনাওয়ারায় ৭০ বছর শিক্ষাদান করেছেন। একবার তিনি স্বপ্নে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন। তখন স্বপ্নের ভেতরেই নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, মৃত্যু কখন আসবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হাতের ৫টি আঙ্গুলের দিকে ইশারা করলেন। বিষয়টি ইমাম মালেক রহ.-এর কাছে স্পষ্ট হলো না। তিনি ধরে নিলেন, হয়তো ৫দিন বা ৫ মাস বা ৫ বছর উদ্দেশ্য হবে।

প্রখ্যাত তাবেঈ ও স্বপ্নবেত্তা হযরত ইবনে সীরিন রহ. স্বপ্নের বিবরণ শুনে ব্যাখ্যা করে বললেন, এখানে ৫ আঙ্গুল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সূরা লোকমানের ওই আয়াত; যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি ৫ জিনিসের জ্ঞান কাউকে দান করিনি। আয়াতটি হলো-
إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ه

কিয়ামত কখন হবে? বৃষ্টি কখন ঝরবে? গর্ভের সন্তানটি ছেলে নাকি মেয়ে? আগামী কাল কে কী করবে? কে কোথায় মরবে? এই পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ কাউকে দান করেননি। [সূরা লুকমান:আয়াত ৩৪]

:

মৃত্যুকে স্মরণ করার উপকারিতা

তাফসীরে কুরতুবীতে এসেছে, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে খুব বেশি স্মরণ করবে সে ব্যক্তি তিনটি কারামাত পাবে-***প্রথমটি*** হলো, সে দ্রুত তাওবা করার তাওফীক পাবে। ***দ্বিতীয়টি*** হলো, দুনিয়ার অল্প-বিস্তর বস্তুতেই সে তুষ্ট হতে পারবে। আর ***তৃতীয়টি*** হলো, সে ব্যক্তি ইবাদতের মাঝে হৃদয়ের স্ফূর্তি বোধ করবে।

দুনিয়া: যুগপৎ কারাগার ও স্বর্গ

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

ِالدُّنْيا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِر.

'দুনিয়া মুমিনের জন্যে কারাগার স্বরূপ আর কাফেরের জন্যে ভূস্বর্গ'।

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার ওপর আমল করার অঙ্গীকার করেছে। এ কারণে যেভাবে কারাগারের ভেতর একজন কয়েদি যেমন নিজের খুশিমতো চলতে পারে না, তদ্রূপ একজন মুমিন বান্দারও দুনিয়াতে তার মর্জিমতো চলার স্বাধীনতা থাকে না।

অন্যদিকে কাফের ব্যক্তি যেহেতু তার গলায় আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বশ্যতার শেকল জড়ায়নি, যার কারণে দুনিয়াতে সে নিজের মর্জিমতো চলার অবকাশ বানিয়ে নিয়েছে। এখানে যে যথেচ্ছা করতে পারছে। কিন্তু পরকালে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান না আনা এবং নিজেকে আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে শৃঙ্খলাবদ্ধ না করার শাস্তি চিরদিনের জন্যে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে মুমিন বান্দা যেহেতু দুনিয়াতে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ ও তার রাসূলের ইচ্ছার সামনে কুরবানী করেছিলো, এ কারণে পরকালে তার প্রতিটি ইচ্ছের প্রতি সম্মান জানানো হবে। ইরশাদ হয়েছে-

ْوَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ، نُزُلًا مِّن
ٍغَفُورٍ رَّحِيم

'তোমাদের জন্যে সেখানে থাকবে ওই সকল জিনিস, যা তোমাদের মন যাচনা করে এবং যা তোমরা প্রার্থনা করো। এই আতিথেয়তা অতিদয়ালু ও ক্ষমাশীল আল্লাহর পক্ষ থেকে'।[সূরা হা-মীম সাজদা: ৩১-৩২]

মৃত্যুর ঘোষণা

ِأَنَا الْمَوْتُ الَّذِي أُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَنَاتِ وَالْأُمَّهَات.

আমি মরণ, আমি মায়ের কোল থেকে মেয়েকে বিচ্ছিন্ন করি

ِأَنَا الْمَوْتُ الَّذِي أُفَرِّقُ بَيْنَ الْآخِ وَالْأَخَوَات ।.

আমি সেই মরণ, আমি ভাইকে বোনদের থেকে আলাদা করি

ِأَنَا الْمَوْتُ الَّذِي أُفَرِّقُ بَيْنَ كُلِّ حَبِيْب.

আমি সেই মরণ, আমি বন্ধুদেরকে করি শতধা বিভক্ত, ইতস্তত।

ِأَنَا الْمَوْتُ الَّذِي أُفَرِّقُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَة

আমি সেই মরণ, আমি স্বামী আর স্ত্রীর মাঝে গড়ি চিরবিভেদের দেয়াল।

َأَنَا الْمَوْتُ الَّذِي أُحَرِّبُ الدِّيَارَ وَالْقُصُور.

আমি সেই মরণ, একের এক বাড়ি ও রাজপ্রাসাদকে করি বিরান জনমানবহীন ধ্বংসস্তুপ।

أَنَا الْمَوْتُ الَّذِي أَطْلُبُكُمْ وَادْرِكُكُمْ فِي بُرُوْجٍ مُشَيَّدَةٍ وَلَا يَبْقَى مَخْلُوقَ إِلَّا يَذَقْنِي

আমি সেই মরণ, আমি তোমাদের সন্ধ্যানে সদা কর্মব্যস্ত। যদি তোমরা দুর্ভেদ্য কেল্লার মাঝেও আশ্রয় নাও তবু আমি তোমাদের নাগাল পেয়েই যাবো। পৃথিবীর কোনো প্রাণী আমার স্বাদ আস্বাদন না করে থাকতে পারবে না।

মৃত্যুর স্বাদ

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت

‘ প্রাণীমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে'। [সূরা আনকাবূত : ৫৭]

- এখন সেই স্বাদ হয় মিষ্ট হবে নয়তো তিক্ত হবে। যে ব্যক্তি সৎ জীবন যাপন করেছে সে যখন মৃত্যুর পেয়ালায় ঠোঁট বসাবে তখন সে মিষ্ট স্বাদ পাবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অসৎ জীবন যাপন করেছে তার ঠোঁট যখন মৃত্যুর পেয়ালা ছোবে তখন মনে

হবে, গোটা পৃথিবীর তিক্ততা এসে তার মুখে জড়ো হয়েছে। কিন্তু কিছু করার নেই, এটি তাকে পান করতে হবেই।

মৃত্যুর পর মানুষের পাঁচটি অংশ

কিতাবে এসেছে, মৃত্যুর পর মানুষ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়- জাতের **প্রথমটি** হলো, তার রূহ; যারা জান কবযকারী ফিরিশতা নিয়ে যান।

দ্বিতীয়টি হলো, মানবদেহ; যা কীট-প্রতঙ্গ খেয়ে ফেলে।

তৃতীয়টি হলো, তার ধন-সম্পদ; যা তার ওয়ারিসগণ বণ্টন করে নিয়ে যায়।

চতুর্থটি হলো, তার হাড়-গোড়; যা মাটি খেয়ে ফেলে।

পঞ্চমটি হলো, তার সৎকাজ; যা তার কাছে প্রাপক ঋণদাতারা নিয়ে যায়। কাজেই আমরা কেনো গীবত ও এ জাতীয় গুনাহের মাধ্যমে আমাদের নেক কাজ নষ্ট করতে যাবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

'যেভাবে আগুন কাঠ খেয়ে ফেলে সেভাবে হিংসাও নেক কাজ খেয়ে ফেলে'।

[রিয়াযুস সালেহীন: হাদিস নং ৫৯৫]

একজন মানুষ যখন কারো গীবত করে, তখন যার গীবত করা হচ্ছিলো তার গুনাহ হ্রাস পেতে থাকে আর সেই গুনাহগুলো এই গীবতকারীর আমলনামায় যুক্ত হতে থাকে। কাজেই প্রকৃত বিচারে আমরা কারো গীবত করছি না, বরং আমরা নির্বোধের মতো আমাদের প্রতিপক্ষের মাঝে আমাদের নিজেদের নেক আমলগুলো অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছি।

জীবিত ও মৃত লোকদের উদ্দেশে হযরত আলী রাদি.-এর উপদেশ:

এগুলো তো হলো তার ব্যক্তিগত কেন্দ্রিক বিষয়। বাকি থাকলো, তার সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-স্বজন ও ধন-সম্পদ; এগুলো কোথায় যায়? কোন কাজে আসে? একবার হযরত আলী রাদি, কবরস্থানে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেন,

السلام عليكم يا أهل القبور أموالكم قسمت و دو سكنت وأزواجكم نكحت.

ওহে সমাহিত ব্যক্তিবর্গ, সালাম গ্রহণ করো তোমাদের রেখে যাওয়া ধন-সম্পদ বণ্টিত হয়ে গেছে।

তোমাদের বসত-বাড়িতে আজ অন্যরা বসবাস করছে।

তোমাদের স্ত্রীগণ আজ অন্যের আলিঙ্গনে জড়িয়ে গেছে।

[আল কাশফ ওয়াল বয়ান: ১/২৫৯]

এটি ছিলো মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশে হযরত আলী রাদি.-এর বাণী।

আরেকদিন তিনি জীবিত লোকদের সম্বোধন করে বলেন,

ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَت الآخِرَةُ مُقْبَلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا بَنُونَ، كُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ.

দুনিয়া ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আখেরাত একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। দুনিয়া ও আখেরাত; প্রতিটিরই নিজস্ব সন্তান আছে। কাজেই তোমরা দুনিয়ার সন্তান হয়ো না, বরং আখেরাতের সন্তান হও। আজকের দিন যতো পারো আমল করো, কোনো হিসাব হবে না। কিন্তু কাল তোমার হিসাবই হবে, কোনো আমল করার সুযোগ পাবে না।

[জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম]

দুনিয়া হলো ক্ষণিকের আশ্রয়

আমরা হলাম দু'দণ্ডের পথিক। এই পৃথিবী আমাদের স্থায়ী নিবাস নয়। আমাদের আসল বসত তো হলো জান্নাত। এই পৃথিবীতে আমরা স্বল্প সময় অবস্থান করবো। এখানে আমাদের পরীক্ষা হবে। আমরা সবাই দু'দিনের পথিক। প্রতিনিয়ত আমাদের যাত্রা চলছে। আমরা শুয়ে থাকি কি ঘুমিয়ে থাকি, আমাদের অনুভূতি হোক বা না হোক, শীতকাল ও গরমকাল যেটাই হোক, গ্রীস্ম ও বর্ষা; যে মৌসুমই হোক, আমাদের ওঠা-বসা, চলা- ফেরা, সর্বমুহূর্তে আমাদের সেই সফর চলছে।

আমরা প্রতিদিন একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমরা বিশাল আশার ফিরিস্তি নিয়ে বসে আছি। অথচ মৃত্যু আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। আমাদের বিবেক-বুদ্ধির ওপর এমন পর্দা পড়ে গেছে যে, মৃত্যুর কথা বেমালুম ভুলে গেছি।

পাঁচটি অন্ধকারের জন্যে পাঁচটি আলো

যারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করে তারা অন্ধকারের বেষ্টনে আবদ্ধ আছে। সেখান থেকে উত্তরণের পথও আল্লাহ বাতলে দিয়েছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি. বলেন,

الظُّلُمَاتُ خَمْسَ وَالسُّرُجُ لَهَا خَمْسٌ، حَبُّ الدُّنْيَا ظُلْمَةٌ وَالسِّرَاجُ لَهَا التقوى، الاِثْمُ ظُلْمَةٌ وَالسَّرَاجُ لَهُ ُالتَّوْبَةُ، وَالقَبْرُ ظُلْمَةٌ وَالسِّرَاجُ لَهِ لَا إله إلا الله، مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله والآخرَةُ ظُلْمَةٌ وَالسَّرَاجُ لَهُ الْعَمَل

ُالصَّالِحُ، وَالصِرَاطِ ظُلْمَةٌ وَالسَّرَاجُ لَهُ الْيَقِين.

পাঁচ ধরনের অন্ধকার রয়েছে। প্রতিটি অন্ধকার দূর করার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি প্রদীপ রয়েছে।

১. দুনিয়ার ভালোবাসা একটি অন্ধকার। তাকওয়া ও খোদাভীরুতা হলো তার জন্যে প্রদীপ।

২. গুনাহ একটি অন্ধকার। তার প্রদীপ হলো তাওবা।

৩. কবর একটি অন্ধকার। তার জন্যে প্রদীপ হলো, কালেমায়ে لا إله إلا الله، مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ।

৪. আখেরাত একটি অন্ধকার। তার জন্যে প্রদীপ হলো, নেক আমল।

৫. পুলসিরাত একটি অন্ধকার। তার জন্যে প্রদীপ হলো আল্লাহর প্রতি নিখাদ আস্থা।

উক্ত পাঁচ অন্ধকারের জন্যে যেই চেরাগগুলোর কথা বলা হয়েছে যদি সেগুলোর বন্দোবস্ত করে না রাখা হয়ে, তাহলে তার আখিরাতের গোটা জীবনটাই হবে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন।

দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব

আমাদের পূর্বে কতো সহস্র লোক এখানে এসেছিলেন, যারা আমাদের আগে এখানে এসে এই জনপদকে আবাদ করেছেন। আজ তাদের কেউই
পৃথিবীতে বেঁচে নেই। কবি বলেছেন-

کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، محفل کا ہی رنگ وہی
ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے

জন আসে, জন যায়,আসরটা থেকে যায়
মদিরা তেমনি চলে রঙিণ পান্থশালায় ॥

পৃথিবীর বুকে আজ আমি মেহমান হয়ে আছে। আগামীকাল অন্য একটি মুখ এসে এখানে আশ্রয় নেবে।

وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحٰبَ الرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ، وَكَلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكَلًّا تَبَّرْنَا تَثْبِيرًا

আদ, সামূদ, আসহাবুর রস ও তাদের মধ্যবর্তী অসংখ্য জাতি! তারা আজ কোথায়?

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًاه

আজ কেউ তাদের কথা স্মরণ করে না। স্বকালে যারা ছিলো আত্মম্ভরী ঔদ্ধত জাতি আজ তারা ভূগর্ভে মাটি চাপা পড়ে আছে।

বাতাস তাদের কবরের ওপর থেকে ধুলো ওড়াচ্ছো। কতো সুশ্রী সুন্দর চেহারা ছিলো! আজ দুনিয়াতে তাদের নাম-গন্ধও নেই। এটাই কুদরতের চিরন্তন নীতি, দুনিয়াতে যে আসবে, তাকে একদিন চলে যেতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন,

ٙوَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ : আমি কোনো মানুষের ভাগ্যে পৃথিবীতে চিরন্তন নিবাস রাখিনি। নিশ্চয়ই পৃথিবী চিরকাল থাকবে না।এখানকার প্রতিটি বস্তুর ভাগ্যলিপির শেষাংশ হলো বিনাশ। এই যৌবনও চিরকাল থাকবে না, এই বার্ধক্যও চিরকাল থাকবে না।। এই বেদনাও চিরদিন থাকবে না, এই আনন্দও চিরদিন থাকবে না।

প্রিয় বন্ধুগণ, যখন পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু ক্ষণস্থায়ী তাহলে কেনো মানুষ পৃথিবীর সাথে মন জুড়ে? তার তো উচিৎ হলো, পরকালের ঘরের
বন্দোবস্ত করে রাখা। এখন যদি আমরা পৃথিবীর সাথে আমাদের মন জুড়ে রাখি তাহলে এতে আমাদেরই ক্ষতি হবে। স্মরণ রেখো, যেই দুনিয়ার সাথে আজ মানুষ মন লাগাচ্ছে একদিন সে দুনিয়াই তাকে তাড়িয়ে দেবে। পক্ষান্তরে যে মানুষ আল্লাহর সাথে মন জুড়বে একদিন সে তার আল্লাহকে পেয়েই যাবে। কবির কণ্ঠে-

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

দুনিয়া নহে তোমার মনের খেল-তামাশার ঘর

রঙ্গালয় নয়; এটি শিক্ষালয়, ওহে যাযাবর!

জাহান্নামের জন্য মেহনত

জনৈক বুযুর্গ বলতেন, যেই মেহনত দিয়ে মানুষ জাহান্নাম ক্রয় করছে তার অর্ধেক মেহনত দিয়ে তো সে জান্নাত ক্রয় করতে পারতো। অত্যন্ত খাটি কথা। আমরা অনেক মেহনত করে জাহান্নাম ক্রয় করছি। যেমন, চুরি করা অনেক বড় গুনাহ। কিন্তু সেই চুরির জন্যে চোররা কী পরিমাণ মেহনত করে। রাতের পর রাত জেগে থাকে। দিনের বেলা মনের মধ্যে কোনো শান্তি থাকে না। এতো কষ্ট করে সে চুরির মতো একটি গুনাহ করছে।

আল্লাহ তা'আলাকে লজ্জা করার পদ্ধতি

হযরত আয়শা রাদি, বর্ণনা করেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের ওপর আরোহন করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বৃত্তাকারে সামনে বসেছিলেন। তাদের উদ্দেশে নবীজি বললেন, আল্লাহ তা'আলাকে যে পরিমাণ শরম করা উচিৎ তোমরা সেই পরিমাণ শরম করো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো আল্লাহকে শরম করে থাকি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি আল্লাহকে শরম করে তার জন্যে আবশ্যক হলো, এমন কোনো রাত অতিবাহিত হতে পারবে না যেখানে মৃত্যু তার চোখের সামনে আসেনি। তার জন্যে আবশ্যক হলো, সে তার পেটের হেফাযত করবে এবং ঐ জিনিসেরও হিফাযত করবে, যাকে তার পেট বেষ্টন করে রেখেছে।

তার জন্যে আবশ্যক হলো, মাথার হিফাযত করবে এবং ঐ জিনিসেরও হিফাযত করবে যা তার মাথা বেষ্টন করে রেখেছে। তার জন্যে আবশ্যক হলো, মৃত্যুকে স্মরণ করবে। তাকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, মৃত্যুর পর গোটা দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে। তার জন্যে আবশ্যক হলো, দুনিয়ার সাজ-শয্যা ত্যাগ করবে।

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, মাথার হিফাযত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করবে না। ইবাদতের জন্যে তো নয়-ই এমনকি সম্মান প্রদর্শন করার জন্যেও ঝুকে সালাম করবে না। আর যেসকল জিনিসকে মাথা বেষ্টন করে আছে, তার দ্বারা

উদ্দেশ্য হলো, চোখ, কান, মুখ; এ জিনিসগুলো মাথারই অংশ। এগুলোর হিফাযত করতে হবে। তদ্রুপ পেটের হিফাযত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সংশয়পূর্ণ মাল এড়িয়ে চলবে। আর যেসব জিনিসকে পেট বেষ্টন করে আছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পেটের কাছাকাছি জিনিস। যেমন, লজ্জাস্থান, হাত, পা ও অন্তর। এগুলোরও হিফাযত করতে হবে। ইমাম নববী রহ. লিখেন, উক্ত হাদীস অধিকহারে পাঠ করা মুস্তাহাব।

ভেবো না, আমার ওয়ারিস আছে

এ কথা ভালোভাবে মনের মধ্যে গেঁথে নিন যে, মৃত্যু সুনিশ্চিত। তবে কাফন কাপড় জুটবে কি না? তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে। কারো জানা নেই, ঠিক কোন অবস্থায় মৃত্যু চলে আসে। আমি একাধিক পত্রিকায় এমন সংবাদ পড়েছি যে, এক ব্যক্তি নিজ এলাকায় যথেষ্ট অবস্থাসম্পন্ন। কিন্তু অন্য দেশে তার এমন অবস্থায় মৃত্যু এসেছে যে, লোকেরা তাকে লা-ওয়ারিশ মনে করে দাফন করে দিয়েছে। তার জন্যে চোখের জল ফেলার মতো কেউ পাশে ছিলো না। এ কথাই বিমূর্ত হয়েছে নিম্নের কবিতায়-

وارث مان نہ کریں وارثاں دا
ر تے رب بے وار شاکر مار دای

জনৈক জমিদারের কাফনশূন্য মরদেহ কবরের জায়গাও পায়নি

সরগোধা এলাকার এক লোককে প্রতিপক্ষ মেরে ঝিলম নদীতে ফেলে দিয়েছিলো। পানিতে ভেসে ভেসে সেটি বড় নদীতে গিয়ে পড়ে। তার লাশ পঁচে-গলে একাকার হয়ে যায়। পুলিশের লোকেরা সংবাদ পেয়ে সেই লাশ উঠিয়ে পাশের এক এলাকার লোকদের হাতে উঠিয়ে দিয়ে বললো, এটি একজন মুসলমানের লাশ। তোমরা এর দাফন দাও। মাইকে ঘোষণা হলো, এক লাওয়ারিশের লাশ পাওয়া গেছে। কাফনের জন্যে আপনারা এক দুই টাকা করে দিন। এভাবে তাকে দাফন দেয়া হয়। পরবর্তীতে জানা যায় যে, লোকটির দুই স্ত্রী ছিলো। চার সন্তানের জনক ছিলো সে। লোকটির পনেরো বিঘা সম্পত্তি রয়েছে। এতো বড় ভূস্বামী হওয়া সত্ত্বেও তাকে চাঁদার অর্থে দাফন দিতে হয়েছিলো।

کسی کی ایک طرح پر بسر ہوئی نہ انیس

عروج مہر بھی دیکھا تو دو پہر دیکھا
এ ধরাতে সমানতালে জীবন কাটেনি কারো
এক সন্ধ্যা দেখেছো তুমি, দেখতে পাবে আরো।

এই পৃথিবীর বুকে অনেক বড় বড় রাজা-বাদশাহ, শাসক, মহারথী এসেছেন। তারা কেউ তাদের ধন-সম্পদ সাথে নিয়ে যেতে পারেনি। এমনকি যখন তাদের জন্যে কবর খোদাই করা হয়, সেখানে কোনো গালিচা রাখা হয়নি, কোনো মখমলের বন্দোবস্ত করা হয়নি। সেখানে কোনো প্রদীপ রাখা হয়নি। ব্যস, যতোটুকু দেহ ততোটুক কবর।
دو گز زمیں کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے
দু'গজের এই ছোট্ট জমিন,
এটাই তোমার ঘর,
এইখানেতে করবে বসত
বাকি জীবনভর।

চরম শিক্ষা

এই আলীশান অট্টালিকা ও রাজপ্রাসাদে বসবাসকারী মানুষ আগামীতে এমন এক ঘরের দিকে যাচ্ছে যে, যেখানে শোয়ার পর উঠে বসা যাবে না। তবে সেই কবরের জন্যে যদি সে পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নিয়ে আসে, তাহলে সে কবরটি তার জন্যে জান্নাত হয়ে যাবে। এই কবর হচ্ছে আমাদের জন্যে চরম শিক্ষা। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, হে বন্ধু, কবর নিয়ে ভাবো। এখানে কতো সুশ্রী ও রূপসীর রূপ-সৌন্দর্য মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে। কতো বিত্ত-বৈভব ও প্রতিপত্তির অধিকারীর বলবান দেহ এখানে এসে ধুলো ধুসরিত হচ্ছে। যারা পৃথিবীতে নিজের ইচ্ছে মতো চলতো, বিলাস- বসন ব্যবহার করতো, যারা আসরে আসরে নিজেদের মুচকি হাসির ঢেউ বিলিয়ে বেড়াতো, যাদের হাসি দেখতে পাওয়াকে অন্যরা নিজেদের চরম সৌভাগ্য মনে করতো, কিন্তু মৃত্যু তাদের মুখের সেই হাসি কেড়ে নিয়েছে। কীট-প্রতঙ্গ তাদের রূপ-যৌবন শুষে নিয়েছে। মাটি তাদের দেহের হাড্ডিগুলো গিলে ফেলেছে।

আজ তাদের জীর্ণ-শীর্ণ দেহগুলো দেখার মতো কেউ নেই। আজ যদি তাদের কবরগুলো খোড়া যেতো, তাহলে দেখতে সেখানে তোমার জন্যে কী শিক্ষা অপেক্ষা করছে? কোথায় গেছে তাদের মহামূল্যবান পোষাক ও অলঙ্কার, যা তাদের সৌন্দর্যকে বিকশিত করতো? কোথায় গেলো তাদের গচ্ছিত অমূল্য রত্ন-জওহর; যা তাদের প্রতিপত্তিকে ক্ষুরধার করতো? কোথায় গেলো তাদের সেই প্রাণহরণিয়া অপরূপ লাবণ্য? কোথায় গেলো তাদের সঙ্গীতের সুরলহরী? তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আজ আর নেই। তাদের আত্মীয়-স্বজন আজ তাদের শত ডাকেও ছুটে আসবে না। তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা আজ তাদের পাশে ভীড় করবে না। সবাইকে ছেড়ে এবং সবকিছু ত্যাগ করে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় সে এ দুনিয়া থেকে পরপারের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছে। এক যুবক একবার তার কোনো আত্মীয়কে ঘরের অবস্থা ও পিতার অসুস্থতা সম্পর্কে জানিয়ে বলছিলো, 'আমার পিতা মরতে মরতে বেঁচে গেছেন'। তার পাশে তখন জনৈক বুযুর্গ যাচ্ছিলেন। তিনি যুবকের কথা শুনে বললেন, হে যুবক, তোমার পিতা বেঁচে বেঁচেই মরবেন'। মৃত্যুই যখন শেষ পরিণতি, তাহলে কেনো পরপারের সফরের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছো না?। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ِكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْل.

'দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেভাবে কোনো পথচারী বা প্রবাসী থাকে'।

نہیں آیا وہ جو کہ باقی رہا
نہ ساغر رہا اور نہ ساقی رہا
نہ پوچھو میری انتہا موت ہے
وہ مجرم ہوں جس کی سزا موت ہے

সমানাজাত এমন কেউ আসেনি ধরায়,
অমর রয়েছে যে আগমন যার,
প্রস্থান তার এ পৃথিবীর মাঝে।
আমায় তুমি জানতে চেয়ো না,
মৃত্যুই পরিণতি ফাঁসির দণ্ড
আমার জন্য; আমি সেই অপরাধী।

নসীহতের উপকরণ

একবার এক বুযুর্গ কবরস্থানে এসে মুরাক্বাবা করেন। জনৈক শিষ্য তাকে জিজ্ঞেস করলো- হযরত, আপনি কবরস্থানের লোকদেরকে কী অবস্থায় পেয়েছেন? তিনি বলেন, তারা তাদের নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির ওপর আজ এতোটাই অনুতপ্ত যে, তাদের সেই অনুতাপ যদি লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয় তাহলে তারা সবাই পাগল হয়ে যাবে।

প্রিয় সুধী, জুমু'আর দিন কবরস্থানে যাওয়া সুন্নত। এর কারণ হলো, নিরব নিস্তব্ধ এই ভূবনে এসে মানুষ যেনো শিক্ষা ও নসীহত গ্রহণ করে।

প্রজ্ঞাপূর্ণ বচন

হে সুন্দর পোষাকের লোভী, কাফনের কথা ভুলে যেয়ো না।

হে বিশাল অট্টালিকার পাগল, কবরের অন্ধকার ঘরের কথা ভুলে যেয়ো না।

হে উত্তম খাবারের লালাতুর,

তুমি নিজেই কীটের খাবার হতে যাচ্ছো, সে কথা ভুলে যেয়ো না।

হে ঈমানের দৌলত সম্পর্কে অলস, মৃত্যুর সময় তুমি যে রিক্তহস্ত হতে যাচ্ছো, সে কথাটি ভুলে যেয়ো না।

রাজার চোখ

এক কিতাবে এসেছে, এক ব্যক্তি তার বাড়ি নিয়ে তার এক ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করছিলো। সে চিৎকার করে বলছিলো, এই বাড়ি আমার। আমি এ বাড়ির মালিক। ইত্যাদি ইত্যাদি। তার হিদায়াতের জন্যে আল্লাহ একটি ঘটনা ঘটালেন। বাড়ির দেয়ালে যেই ইট গাঁথা ছিলো, সেখানের একটি ইটের মুখ খুলে গেলো। ইটটি বলে ওঠলো, হে আমার মালিকানা নিয়ে বিবাদকারীরা, তুমি কেনো আমাকে জিজ্ঞেস করছো না যে, আমি কে? এ কথা শুনে ওই ভাইয়েরা প্রথমে ঘাবড়ে গেলো। এরপর সামলে ওঠে তাদের একজন জিজ্ঞেস করলো, বলো, তুমি কে? সেই ইট বললো, আমি প্রথমে ছিলাম এক রাজার চোখ। সেই রাজা এক দেশে রাজত্ব করতো। দুনিয়াতে তার বিলাস-ব্যসনের কমতি ছিলো না। মৃত্যুর পর সেই রাজাকে কবরে সমাহিত করা হলো। কিছুদিন পর কীট-প্রতঙ্গ জন্মে তার গোটা দেহ খেয়ে ফেলে। এক পর্যায়ে তার

সেই লাশ মাটি হয়ে যায়। আমি সেই মাটির একটি খণ্ড; যে মাটি একদিন ছিলো সেই রাজার চোখ। এই চোখ দিয়ে সে এক সময় অন্যদের প্রতি শাসকের দৃষ্টি বুলাতো। আজ আমার অবস্থা দেখো। আমি এখন ইট হয়ে এই বাড়ির দেয়ালে পড়ে আছি। তোমাদেরকেও একদিন মাটি হতে হবে।

প্রিয় বন্ধুগণ, আমাদের প্রত্যেককে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে হবে। কাজেই যেদিনটি আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে কাটবে সেই দিনটি একসময় আমাদের মাথায় জগদ্দল বোঝা হবে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার এক ব্যক্তি নিজের জন্যে খুবই দৃষ্টিনন্দন একটি অট্টালিকা নির্মাণ করে। তখন তার বন্ধুরা তাকে পরামর্শ দিলো, তুমি এটি উদ্বোধনের জন্যে

একটি অনুষ্ঠান করে সবাইকে দাওয়াত দাও। লোকটি তাই করলো। শহরের সমস্ত লোককে সে নিমন্ত্রণ করলো। অট্টালিকার ভেতর সে একটি সিংহাসন তৈরি করলো। অনুষ্ঠানের দিন সে মাথায় বিশাল মুকুট পরিধান করে সেই সিংহাসনে আরোহন করলো। ইতোমধ্যে দরজার কড়া নড়ে ওঠলো। লোকটি তার এক ভৃত্যকে পাঠালো, দেখো তো কে এসেছে? ভৃত্য দরজা খুলে দেখতে পেলো যে, বাইরে একজন বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে আছে। আগন্তুক ভৃত্যকে বললো, যাও। তোমার মালিককে গিয়ে বলো, জান কবযকারী ফেরেশতা এসেছে। ভৃত্য তখন খুবই পেরেশান হয়ে দৌড়ে মালিকের কাছে ছুটে এসে জানালো যে, মালাকুল মওত [যমদূত] এসেছে। সে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এ কথা শুনতেই সেই লোক ভয় পেয়ে গেলো। তার গোটা শরীর ঘামে ভিজে গেলো। ভৃত্যকে নির্দেশ করলো, তাকে সেখান থেকে কোনো কৌশলে বিদায় করে দাও। কথাটুকু বলা অবস্থাতেই সেই বৃদ্ধ লোকটি ঘরের ভেতর লোকদের কাছে পৌঁছে গেলো। তার দিকে চোখ বড় করে আগন্তুক বৃদ্ধ লোকটি বললো, তুমি তাকে কৌশল করে আমাকে ফেরত পাঠাতে বলছো? আমি আমার সময়মতো-ই আসি। আর আমি যখন আসি, তখন জান কবয না করে ফিরি না। আমি মানুষের বুকের ওপর থাবা মেরে তার রূহ কবয করে ফেলি। আমার কাজ শেষ হতেই আত্মীয়-স্বজনদের কান্না শুরু হয়ে যায়। আমি

তখন সেই বাড়ির এক কোণে দাঁড়িয়ে বলি, হে ক্রন্দনকারীদের দল, তোমরা এই মৃত ব্যক্তির ওপর কান্না করছো? আমাকে তো আবার এখানে আসতে হবে এবং তোমাদের মধ্য হতে যতো জন জীবিত রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের জন্য একবার করে এসে তাদের রূহ নিয়ে যেতে হবে।

মৃত্যুর ফেরেশতার এ কথা যে ব্যক্তি শুনে সে কান্না ছেড়ে দিয়ে নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে।

অর্থহীন ভালোবাসা

আজকের লোকেরা বলে, আমার স্ত্রী, আমার সন্তান, আমার বাড়ি, আমার দোকান, আমার ব্যবসা, আমার অমুক জিনিস আর অমুক জিনিস। আজ সে আমার আমার করছে। কিন্তু কালকেই প্রমাণিত হবে, এখানে আমার বলে কিছু নেই। আপন বলে কেউ নেই। আপন থাকলে একজনই আছেন। তিনি হলেন মহান আল্লাহ।
তিনি এমন এক সত্তা, যিনি মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন। স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধব; তাদের প্রত্যেকের ভালোবাসার পেছনে কোনো না কোনো মতলব থাকে। এমনকি মা-বাবার মনেও কোনো না কোনোভাবে এ কথা থাকে যে, বার্ধক্য অবস্থায় এ সন্তান কাজে আসবে। কিন্তু নিঃস্বার্থ ভালোবাসা যদি থেকে থাকে সেটি হলো বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা। কাজেই বান্দার কর্তব্য হলো, সেও যেনো তার মাওলাকে ভালোবাসে। তাঁকে সন্তুষ্ট করতে প্রয়াসী হয়। কেননা তাকে সেই মাওলার কাছেই ফিরতে হবে।

যমদূতের পত্রবাহক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জান কবযকারী ফেরেশতাকে বলেন, হে মৃত্যুর ফেরেশতা, তুমি তোমার আসার আগে কোনো নোটিশ পাঠাও। মৃত্যুর ফেরেশতা উত্তর

করলো, হে আল্লাহর নবী, আমি তো অনেকবার নোটিশ পাঠাই, দূত পাঠাই কিন্তু তাদের কথা তো লোকেরা শোনে না।

জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে? উত্তর করলেন, হে আল্লাহর নবী, দাঁত ভেঙে যাওয়াও একটি বার্তা। দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হওয়াও একটি বার্তা। মানুষের চুল সাদা হওয়াও একটি বার্তা। এদের সকলের একটাই বার্তা, হে মানুষ, তোমার সময় চলে যাচ্ছে। তোমার ক্ষেতের ফসল পাকতে শুরু করেছে। পাকা ক্ষেতের একটাই কাজ। কাস্তে এনে কাটতে হবে। জীবনের ক্ষেতও যখন পাকবে তখন তাকেও কাটতে হবে।

আল্লাহ কেনো মৃত্যু দিলেন?

একবার হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ রব্বুল ইযযতকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ, আপনি মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে আবার কেনো মেরে ফেলেন?
আল্লাহ উত্তর দিলেন, যাও, জমিনে ক্ষেতচাষ করো।
হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ক্ষেতে গমচাষ শুরু করলেন। কিছুদিন পর
ক্ষেতের ফসল পেকে ওঠলো। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন দেখলেন, ক্ষেত পেকে গেছে তখন তিনি ফসল কাটতে শুরু করলেন। একসময় কাটা শেষ হলো। সেখান থেকে তিনি দানা ও ভুষি পৃথক করলেন।
আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রিয় মুসা, তুমি গম গাছ কেটে
দানা ও ভুষি কেনো পৃথক করলে?
হযরত মুসা উত্তরে বললেন, হে আমার মহান প্রভু, ফসল পেকে গিয়েছিলো। এ কারণে কেটে ফেলেছি।

আল্লাহ তখন বললেন, হে মুসা, আমিও তো এটাই করি। যখন মানবজীবনের ফসলের ক্ষেত পেকে ওঠে তখন আমি তা কেটে ফেলি। সেখান থেকে যারা দানার মতো লোক হয় তাদেরকে জান্নাতে পাঠাই। আর যারা ভুষির মতো লোক হয়, তাদেরকে জাহান্নামে পাঠাই।

মৃত্যুর সময় আবরণ উন্মোচন

প্রিয় সুধী, দুনিয়ার পেরেশানিও সাময়িক, আবার দুনিয়ার আনন্দও সাময়িক। আজ আপনি আপনার চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখুন। প্রত্যেকের অবস্থা খুটিয়ে দেখুন। দুনিয়ার সবাই কোনো না কোনোভাবে পেরেশানির সম্মুখীন। কেউ সন্তান নিয়ে চিন্তিত। কেউ চাকরির কারণে পেরেশান। কেউ বাড়ির কারণে সমস্যাক্রান্ত। কেউ স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া নিয়ে পেরেশান। কেউ সন্তানের শ্বশুরবাড়ির কারণে পেরেশান। কেউ প্রতিবেশীকে নিয়ে পেরেশান। কেউ আত্মীয়-স্বজনের কারণে পেরেশান। প্রশ্ন হলো, এমনটি হচ্ছে কেনো? এর একটাই উত্তর। আজ আমাদের জীবনে পরকাল নিয়ে ভাবনা নেই। যার কারণে জগতের পেরেশানিগুলো মুষলধারায় আমাদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। কবি বলেছেন,

دریں دنیا کسے بے غم نہ باش
اگر باشد بنی آدم نہ باشد .

ভবের এই পান্থশালায় নেই তো কেউ চিন্তাহীন
মানুষ হলে চিন্তা রবে, অমানুষই ভাবনাহীন।

আজ তো আমরা বলি, আমার ওপর অনেক পেরেশানি ভর করছে। সত্যিকার অর্থে আমরা পরকালের পেরেশানির কথা ভুলে গেছি। কিন্তু যখন এই চর্মচোখ বন্ধ হবে আর আমাদের চোখের ওপর থেকে এ আবরণ সরে যাবে যে, আমরা কীভাবে আমাদের জীবন কাটাচ্ছি। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যখন কারো মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন শয়তান মৃত মা-বাবা বা কোনো সুহৃদ বন্ধুর আকৃতি ধারণ করে ওই ব্যক্তির কাছে এসে তাকে বেদ্বীন করার চেষ্টা করে। তাকে ফুসলায়। সেই ফেতনা থেকে আল্লাহর রহমত ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না।

হযরত কা'ব বিন আহবার রাদি. বলতেন, “যে ব্যক্তি মৃত্যুকে চিনতে পেরেছে তার জন্যে দুনিয়ার সকল মুসিবত ও চিন্তা-ভাবনা সহজ হয়ে যাবে।”

মুমূর্ষকালীন অবস্থায় সাহাবীদের সঙ্গে মৃত্যুর শিথিলতা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার শুশ্রুষার জন্যে নবীজি আগমন করলেন। নবীজি সবেমাত্র পৌঁছেছেন যে, ইতোমধ্যে জান কবযকারী ফেরেশতাও সেখানে উপস্থিত হয়ে পড়লেন। নবীজি দেখলেন যে, সেই ফেরেশতা ওই সাহাবীর বুকের ওপর তার আঙ্গুল রেখেছে এবং তার রূহ কবয করে ফেলেছে। তখন নবীজি তাকে বললেন, একটু সহজের সাথে করো।

ফেরেশতা উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর প্রিয় রাসূল, আমাকে মহান আল্লাহ পূর্বেই আদেশ করেছেন, আমি যেনো আপনার প্রতি সাহাবীর জান খুব আসানির সাথে কবয করি। এ কারণে আমি মাত্র একটি আঙ্গুল দিয়ে আপনার এই গোলামের জান কবয করেছি। যদি অন্য কারো জান কবয করতে হতো তাহলে আমি তার বুকের ভেতর আমার গোটা থাবা বসিয়ে দিতাম।

মুমূর্ষকালীন কষ্ট

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যদি জন্তু-জানোয়ারগুলো নিজেদের মৃত্যুর বিষয়টি তোমাদের মতো উপলব্ধি করতে পারতো তাহলে তোমরা খাওয়ার জন্যে কোনো হৃষ্টপুষ্ট জন্তু পেতে না।'

ভেবে দেখুন, যদি কারো আঙ্গুল কাটা পড়ে তাহলে সে কী পরিমাণ ব্যথা অনুভব করে! কারণ কী? এর কারণ হলো, যে আঙ্গুল কাটা পড়েছে সেই অংশ থেকে রূহ বেরিয়ে অবশিষ্ট দেহে ঢুকে পড়েছে। সেই সামান্য একটি অঙ্গ থেকে রূহ বের হওয়ার যখন এতো কষ্ট হয়, তাহলে যখন গোটা দেহ থেকে রূহ বেরিয়ে যাবে তখন কী পরিমাণ কষ্ট হবে? একটি উদাহরণ দিচ্ছি। যদি কাঁটা বিশিষ্ট একটি ডাল কারো দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় এবং এক সাথে সেটাকে টেনে নেয়া হয় তখন মনে হবে, তার গোটা শরীরে কাটা বিঁধছে। তখন প্রচণ্ড ব্যথায় সে অস্থির হয়ে ওঠে। মৃত্যুর সময় তার সেই পরিমাণ ব্যথা অনুভব হবে। আরেকটি উদাহরণ দিয়ে

বুঝাচ্ছি। একটি জীবিত বকরীর শরীর থেকে চামড়া তোলা হলে যে পরিমাণ ব্যথা অনুভব হয় মৃত্যুর সময় মানুষও সেই পরিমাণ ব্যথা অনুভব করে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাদি, যখন জিহাদের ওপর বয়ান করতেন, তখন মুজাহিদদের উদ্দেশে বলতেন, হে আল্লাহর মুজাহিদগণ, আল্লাহর রাস্তায় যদি তোমরা শহীদ হও তাহলে একটু ব্যথাও অনুভব করবে না। আর যদি ঘরে গিয়ে মরো তাহলে মৃত্যুর সময় তোমাদের এ পরিমাণ কষ্ট বোধ হবে যে, মনে হবে, কেউ কেঁচি দিয়ে তোমাদেরকে কাটছে।

অনেক সময় তিনি বলতেন, উত্তপ্ত আগুনে ভুনা করলে যে পরিমাণ কষ্ট হয়, ঘরে বসে মৃত্যুর সময় সে পরিমাণ ব্যথা অনুভব করবে। এ কারণে তিনি বলতেন, তোমরা মৃত কোনো ব্যক্তির নিন্দা করো না কেননা সে তার কর্মের প্রতিফলে পৌঁছে গেছে। যার দ্বারা বুঝে আসে যে, মৃত্যুর সময় ভীষণ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর কষ্টের ব্যাপারে বলেছেন, وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا
ْأَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ
بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ.

মৃত্যুর বিছানায়

নিজেই নিজের কাহিনী বলতে গিয়ে সে বলল, এখন আমার কোন দিন কান্নামুক্ত যায় না। দিনে কত বার যে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হই, তার ইয়ত্তা নেই। জীবন আমার সঙ্গ দিতে চায় না। প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যু কামনা করি। ইস! আমার যদি জন্মই না হত; আমি যদি এই দুনিয়া না চিনতাম।

আমার কাহিনীর শুরু এক বান্ধবীকে দিয়ে। একদিন সে আমাকে তার বাসায় ডেকে নিল। যারা অতিমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহার করে, আমার এই বান্ধবী তাদের একজন। সে আমাকে

ইন্টারনেট সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য উৎসাহ দিল। কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়, তাও শেখানো আরম্ভ করল সে। ফলে তার সাথে বেশি বেশি দেখা করার সুযোগ হয়ে গেল।

মাত্র দুই মাসের মধ্যেই আমি ইন্টারনেটে খোশগল্প করার ব্যাপারে দক্ষ হয়ে গেলাম। ই-মেইল পাঠানো এবং সিদ্ধ-অসিদ্ধ সব ধরণের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করাও শিখে ফেললাম আমি।

আমার স্বামী যেন ঘরে ইন্টারনেট লাগিয়ে দেন, সেজন্য এই দুই মাস তাঁর সাথে বাগযুদ্ধ চলতে থাকল। তিনি এর খুব বিরোধী ছিলেন। শেষে একথা বলে তাঁকে সম্মত করলাম যে, বাসায় একা থাকতে বিরক্ত লাগে। আমার বান্ধবীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে। আমি কেন ইন্টারনেটে কথা বলব না, যার খরচ টেলিফোনের চেয়ে অনেক কম?

আমার স্বামী আমার কথা মেনে নিলেন। ইস! তিনি যদি না মানতেন। এখন থেকে আমার পুরো দিন বান্ধবীদের চ্যাটিং-এ অতিবাহিত হতে লাগল। এরপর থেকে আমার স্বামী আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ ও আবদার থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। যখনই তিনি বাসা থেকে বের হতেন, তখনই আমি পাগলের মত গিয়ে ইন্টারনেট খুলে বসতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। মনে মনে চাইতাম, আমার স্বামী যেন আরও বেশি সময় বাইরে থাকেন। আমি তাঁকে ভালোবাসতাম। তিনিও আমার ভালোবাসার মূল্যায়ন করতেন। আর্থিক অবস্থা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সম্ভাব্য সমস্ত পন্থায়ই আমার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন। যতই দিন যেতে থাকল, ততই ইন্টারনেটের ব্যাপারে আমার মনোযোগ বাড়তে থাকল। এমন অবস্থা হল যে, ইন্টারনেট ছাড়া আর কোনকিছুই ভালো লাগত না। আগে দুই সপ্তাহ পর বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে যেতাম। এখন তা-ও বন্ধ হয়ে গেল।

যখন আমার স্বামী বাসায় পৌঁছতেন, তখন সাথে সাথে নেটের ফাইলগুলো বন্ধ করে দিতাম। এতে তিনি আশ্চর্য হতেন। এতে তিনি সন্দেহ করতেন না; তবে আমি ইন্টারনেটে কী করি, সেটা দেখার আগ্রহ তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়। একদিন হয়তো তাঁর আগেভাগে ছুটি হয়ে গিয়েছিল; অথবা তিনি আমাকে যাচাই করার জন্য আগে এসে পড়েছিলেন।

এমনভাবে তিনি বাসায় প্রবেশ করলেন যে, সামলে সারতে পারলাম না। তিনি আমার চ্যাটিং দেখে ফেললেন, যা আমি বন্ধ করতে পারিনি। তিনি শুধু অভিযোগের সুরে বললেন, ইন্টারনেটে জানবার অনেক কিছু আছে; তবে একে সময় নষ্ট করার মাধ্যম বানানো উচিত নয়।

সময় গড়াতে থাকল। আমি চ্যাটিংয়ের ফেতনায় আরও বেশি গ্রেফতার হতে থাকলাম। বাচ্চাদের দেখাশোনার দায়িত্ব পরিচারিকার কাঁধে ছেড়ে দিলাম। আগে যখন আমার স্বামীর বাসায় ফেরার সময় হত, তখন সাজগোজ করে পরিপাটি হতাম। কিন্তু ইন্টারনেট আসার পর এই আমল আস্তে আস্তে একদম খতম হয়ে গেছে। আমি ইন্টারনেটে এতটাই আসক্ত হয়েছিলাম যে, স্বামী ঘুমিয়ে পড়ার পর চুপে চুপে কম্পিটারের কক্ষে চলে যেতাম এবং তাঁর জাগ্রত হওয়ার আগে শোয়ার কামরায় এসে পড়তাম। তিনি জানতেন যে, আমি ইন্টারনেটে যা করি, তা শুধু সময়ের অপচয়; কিন্তু আমার একাকিত্ব এবং পরিবার থেকে দূরে অবস্থানের কথা বিবেচনা করে তিনি স্নেহের আচরণ করতেন। আমি এই সুযোগে গলদ ফায়দা নিতে থাকি। ছেলেমেয়ে দেখার ক্ষেত্রে আমার উদাসীনতা লক্ষ করে তিনি খুব পেরেশান হতেন। কয়েকবার তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; কিন্তু আমি কান্নার ভান করে বলতাম,

আপনি তো জানেন না যে, আপনার অনুপস্থিতিতে বাচ্চারা কী কাণ্ড করে। আমি ওদের মানুষ করা নিয়ে চিন্তিত; কিন্তু ওরা আমাকে সঙ্কটে ফেলে রাখে।

যা হোক, স্বামী ও অন্যসব ব্যাপারে আমি বে-পরওয়া হয়ে গেলাম। আগে তিনি বাসার বাইরে গেলে দশ/পনেরো বার ফোন করতাম। কিন্তু ইন্টারনেট আসার পর একান্ত প্রয়োজনে এক/আধ বার ফোন করতাম। আমার স্বামী ইন্টারনেটের ব্যাপারে অনেক বিরক্ত হয়ে পড়লেন। এভাবে চলে গেল ছয় মাস। এর মধ্যে ছদ্ম নামের কিছু আইডির সাথে আমি যুক্ত হয়ে গেলাম। যে-ই আমার সাথে চ্যাটিং করতে চাইত, আমি তারই সাথে খোশগল্প জুড়ে দিতাম। আমি জানতামও যে, অপর প্রান্তের লোকটি পুরুষ; কিন্তু তারপরও আমি পুরুষদের সাথে নিঃসংকোচে চ্যাটিং করতে থাকি।

এক পুরুষের সাথে চ্যাটিং করতে গিয়ে আমি খুব মুগ্ধ হয়ে পড়লাম। তার কথাবার্তা আমার হৃদয় স্পর্শ করতে লাগল। পর্যায়ক্রমে এই সম্পর্ক বাড়তে থাকল এবং প্রায় তিনমাস পর্যন্ত ধাপের পর ধাপ এগোতে লাগল। তার মধুমাখা কণ্ঠ, প্রেম ও ভালোবাসার সংলাপে আমি ফেঁসে গেলাম।

অনেক সময় তার কথাবার্তা খুব সাধারণ হত; কিন্তু শয়তান সেগুলো খুবসুরত করে দেখাত। এতদিন পর্যন্ত আমাদের কথাবার্তা হত লেখার মাধ্যমে। একদিন সে আমার কণ্ঠ শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করল। আমি অস্বীকার করলাম। কিন্তু সে নাছোড় বান্দা। শেষে সে আমাকে চ্যাটিং এবং ই-মেইল যোগাযোগ বন্ধ করার হুমকি দিল।

আমি তার আবদার ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু কেন জানি ব্যর্থ হলাম। অবশেষে একবারই মাত্র কথা বলার শর্তে রাজি হলাম। তার প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে আমরা চ্যাটিঙের অডিও কল সিস্টেম ব্যবহার করলাম। যদিও সিস্টেমটি খুব ভালো ছিল না;

তবুও তার কণ্ঠ খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হল। সে বলল, ইন্টারনেটে আপনার কথা ভালো করে শোনা যাচ্ছে না; সুতরাং আপনার ফোন নাম্বার দিন।

আমি অস্বীকার করলাম এবং তার সাহস দেখে বিস্মিত হলাম। এরপর কিছু দিন চলে গেল। তার সাথে কথা বলার নওবত এল না।

আমি খুব ভালো করেই জানতাম যে, আমার পিছনে শয়তান লেগেছে। শয়তানই তার কণ্ঠ মধুময় করে পেশ করছে এবং সে আমার অবশিষ্ট সতিত্ব ও পবিত্রতা নিঃশেষ করতে বসেছে।

একদিন আমি তার সাথে ফোনে কথা বললাম। তখনই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পতন ও কদর্যতা নিশ্চিত হয়ে গেল। পাঠক হয়তো মনে করে থাকবেন, আমার স্বামী আমার ব্যাপারে

উদাসীন থাকতেন, অথবা বেশিরভাগ সময় বাসায় অনুপস্থিত থাকতেন; কিন্তু বাস্তবতা ছিল এর উল্টো। তিনি শুধু কাজের সময়ই বাইরে থাকতেন। আমার ও আমার সন্তানদের জন্য তিনি বন্ধুবান্ধব থেকেও বিচ্ছিন্ন থাকতেন।

আমি ইন্টারনেটে প্রায় আট থেকে বারো ঘণ্টা সময় ব্যয় করতাম। এভাবে ইন্টারনেটে হারিয়ে যাওয়ার পর স্বামীর উপস্থিতি আমার কাছে ভালো লাগত না।

বাসায় বেশি থাকার কারণে প্রায়ই আমি তাঁকে এটাসেটা বলতাম। তাকে উৎসাহ দিতাম যে, সন্ধ্যায়ও কোন কাজ যোগাড় করুন, যাতে বিপুল অংকের ঋণ ও কিস্তি থেকে প্রাণে রক্ষা পাওয়া যায়।

তিনি সত্যিই আমার কথার উপর আমল করলেন। একটি ছোট কারখানায় তাঁর এক বন্ধুর সাথে পার্টনার হলেন। এরপর আমার ইন্টারনেটে সময় দেওয়া আরও বেড়ে গেল। হাজার টাকার টেলিফোন বিল দেখে তিনি ঘাবড়ে যেতেন। এ ব্যাপারে আমার কোন অনুভূতিই ছিল না। অন্য দিকে সেই আজনবী ব্যক্তি, আমার সাথে তার সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি করতে লাগল। আমার কণ্ঠ শোনার পর বার বার আমাকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকল সে। আমি তাকে তিরস্কার করলাম। আমি তাকে তিরস্কার করলাম বটে; কিন্তু আমি তাকে দেখার তীব্র আগ্রহ ভিতরে ভিতরে পুষতে লাগলাম। তারপরও সাক্ষাৎ এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। এর কারণ শুধু এটুকুই ছিল যে, ভিতরে এক প্রকার অজানা ভীতি কাজ করছিল।

অপর দিকে তার পীড়াপীড়ি দিনদিন বাড়তে থাকল। শেষ পর্যন্ত আমি তার এই আবদার মেনে নিলাম। তবে শর্ত দিলাম এই যে, এটাই হবে আমাদের প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। এভাবে চুক্তি হওয়ার পর একটি মার্কেটে গিয়ে আমরা দেখা করলাম। আমরা ছিলাম দুই জন। আর তৃতীয়জন শয়তান ছাড়া আর কেউ ছিল না।

প্রথম দর্শনেই আমি তার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে গেলাম। শয়তান তাকে আমার চোখে খুব সুদর্শন করে দেখাল। আমার স্বামীও কম সুন্দর নন; কিন্তু শয়তানের কাজ হল হারামকে সুদর্শন করে পেশ করা।
সাক্ষাৎ সম্পন্ন হল। এরপর লোকটি আমার সাথে তার সম্পর্ক আরও বাড়াতে লাগল। আমি যে বিবাহিতা এবং কয়েকজন সন্তানের জননী, সে কথা প্রথম দিকে জানত না সে। কয়েক বার সে আমাকে দেখে এবং খুব মিহিন কথাবার্তা বলে। আমার ব্যাপারে সব কথা জেনে নেয়। তারপর সে আমাকে স্বামীর ব্যাপারে ক্ষিপ্ত করতে থাকে। একদিন সে স্বামীকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল। আমি নিজের স্বামীকে ঘৃণা করতে লাগলাম। নিত্যনতুন ঝামেলা ও ঝগড়া সৃষ্টি করতে লাগলাম। যাতে তিনি আমাকে নিজ থেকেই তালাক দিয়ে দেন। আমার স্বামী জটিলতা নিরসন করতে না পেরে বাসা থেকে গায়েব থাকতে আরম্ভ করলেন। এরপর খুব ভয়ানক ঘটনা ঘটল।

একদিন আমার স্বামী বললেন, তিনি জরুরী কাজে পাঁচ দিনে সফরে যাচ্ছেন। বাচ্চাদেরকে নিয়ে তিনি আমাকে পিত্রালয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি সুবর্ণ সুযোগ মনে করলাম। পিত্রালয়ে যেতে অস্বীকার করলাম। তিনি অপারগ হয়ে শুক্রবারে সফরে চলে গেলেন। অন্যদিকে রবিবারে আমাদের সাক্ষাতের দিন ধার্য ছিল। আমি শয়তানের হাত ধরে চুপচাপ একটি বাজারে গিয়ে তার সামনে উপস্থিত হলাম। চড়ে বসলাম তার গাড়িতে। বিভিন্ন সড়কে গাড়ি দৌড়াতে লাগল সে।

একজন আজনবীর সাথে এই জীবনের প্রথম ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। আমার পেরেশানীর অন্ত ছিল না। আমি তাকে বললাম, বেশিক্ষণ দেরি করতে চাই না। ভয় হচ্ছে স্বামী যদি আবার বাসায় পৌঁছে যান, অথবা কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। সে বলল, তোমার স্বামী যদি আজকের এই ঘটনা জানতে পারেন, তা হলে তিনি নিজ থেকে তালাক দিয়ে দিবেন। এভাবে তুমি তার থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। এখন তার কথা ও কণ্ঠ ভালো লাগছিল না। আমার ভয় বাড়তে লাগল। আমি তাকে আবারও বললাম, বেশি দূর যাবেন না। আমি বাসায় পৌঁছতে লেট করতে চাই না। সে আমাকে এদিক ওদিক কথা বলে ব্যস্ত রাখতে লাগল।

আচানক আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি অপরিচিত জায়গায় এসে পৌছলাম। এটা হয়তো কোন রেস্ট হাউস হবে। আমি চেঁচাতে লাগলাম, এটা কোথায়? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?
গাড়ি থামল। একজন লোক এসে দরজা খুলে দিল। সে টেনে হিঁচড়ে বের করল আমাকে এবং কিছু দূর গিয়ে একটি কামরার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। সেখানে আগে দু'জন লোক বসে ছিল। একদিক থেকে খুব মোহনীয় সুগন্ধ আসছিল। সবকিছু আমার উপর বিদ্যুৎ হয়ে পতিত হচ্ছিল। আমি অনেক চিৎকার করলাম এবং তার কাছে দয়া করার জন্য অনুরোধ করলাম; কিন্তু আমার অনুরোধ অট্টহাসির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

অচেনা জায়গায় ভয়ের তীব্রতার কারণে চারপাশের অবস্থা বুঝতে ব্যর্থ ছিলাম। আচানক আমার গালে একটি থাপ্পড় পড়ল। তারপর বিকট এক গর্জন শোনা গেল। সেই গর্জন শুনে আমি কেঁপে উঠলাম। হুঁশজ্ঞান হারিয়ে ফেললাম ভয়ে। তারপর যা হওয়ার ছিল, হল। যখন আমার হুঁশ এল, তখন আমি ভয়ে একেবারে জড়োসড়ো। শরীর কাঁপছিল। কান্না থামছিল না। তারা কাপড় দিয়ে আমার চোখ বাঁধল। গাড়িতে তুলল এবং আমার বাসার কাছে এক জায়গায় ফেলে দিয়ে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি নিজের বাসায় প্রবেশ করলাম। কেঁদে কেঁদে চোখের পানি শুকিয়ে ফেললাম এবং নিজেকে বন্দী করে ফেললাম একটি কামরায়। বাচ্চাদেরকেও দেখলাম না; মুখে কোন খাবারও পুরলাম না।

নিজের উপর প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি হল। আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলাম। সফল হতে পারলাম না। সন্তানাদির খবর নেওয়ার জ্ঞানও আমার থাকল না। আমার স্বামী সফর থেকে ফিরে এলেন। আমার অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, পায়ে ভর করে হাঁটতেও পারছিলাম না। তিনি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন।

ডাক্তাররা আমাকে স্বস্তি ও শক্তি বর্ধনের ওষুধপত্র দিলেন। আমি স্বামীকে বললাম, তাড়াতাড়ি আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন।

আমি খুব কাঁদছিলাম। পরিবারের লোকজন কিছুই করতে পারছিল না। তারা ধারণা করছিল, স্বামীর সাথে আমার কোন মনমালিন্য হয়েছে। আমার পিতা আমার স্বামীর সাথে সমোঝতা করাতে চাইলেন। তারা কোন ফল বের করতে পারল না। আমার স্বামী বা অন্যকেউ কিছু জানত না যে, আমার উপর দিয়ে কেমন কিয়ামত অতিবাহিত হয়েছে। পরিবারের লোকজন আমাকে কয়েকজন আমেলের কাছেও নিয়ে গেল। আমি নীরব ছিলাম। আমার উপর দিয়ে কী অতিবাহিত হয়েছে, তার কী বলব, কীভাবে বলব?

আমি এখন স্বামীর জন্য উপযুক্ত নই। আমি তাঁর কাছে তালাক চাইলাম। কেননা, আমি ভদ্রসমাজে থাকবার বৈধতা হারিয়ে ফেলেছি। আমি নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছি।

চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে যারা বন্ধু হয়, তারা চ্যাটিংয়ে লিপ্ত তরুণীদেরকে শিকার করে। এই পাঁজি লোকেরা তরুণীদেরকে অন্ধকার কুঠরিতে টেনে নিয়ে যায় এবং একরাতের রানি বানায়। তারপর তাদেরকে জীবিত দাফন করার জন্য কোন বিরান ভূমিতে ফেলে চয়ে যায়। আমার অবস্থা দেখে আমার স্বামী খুব ব্যথিত হলেন। কয়েক দিন কাজে না গিয়ে আমার কাছে বসে থাকলেন। আমাকে তালাক দিতে অস্বীকার করলেন তিনি। বেচারা আমাকে অনেক ভালোবাসতেন। নিজের বাসা বানাতে গিয়ে পরিশ্রম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তালাক দিয়ে সংসার উজাড় করতে তিনি রাজি নন।

আমি গোপন রহস্য নিজের বুকে লুকিয়ে ফেললাম। যতই দিন যাচ্ছে, আমার দুঃখ আর দুশ্চিন্তা বেড়েই চলছে। আমার হৃদয় রক্তাক্ত। আমি কেমন বদমাশদের হাতে পড়েছিলাম, সে কথা ভাবলে দম বন্ধ হয়ে আসে। কত অপমানের মুখোমুখি হয়েছিলাম আমি। কেমন মদ্যপ ও যেনাকারদের খেলনা হয়েছিলাম আমি। কেমন পাগল হয়েছিলাম।
উফ! আমি মূল্যবান কত সময় বদমাশদের সাথে চ্যাটিং করে বরবাদ করেছি, যাদেরকে কোন ভদ্র মানুষ দেখতেও রাজি হবেন না। একদম সত্য কথা, খারাপের পরিণতি সবসময় খারাপ হয় এবং রক্তের অশ্রুতে ভাসায়।

এখন আমি নিজের কাহিনী এমন অবস্থায় লিখছি, যখন মৃত্যুর বিছানায় পড়ে আছি। আহ! নফস ও শয়তানের জালে ধরা পড়া এক অসহায় নারী এখন মৃত্যুর পদধ্বণি শুনতে পাচ্ছে। ইস! যদি এটাই মৃত্যুশয্যা সাব্যস্ত হত!

[***ঘটনাটি শায়খ ড. মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আরেফীর লেখা "মৃত্যুর বিছানায়" নামক বই থেকে নেওয়া হয়েছে]***

সংখ্যা: মুহাররম-১৪৩৩ || ডিসেম্বর-২০১১

- **সুন্দর মৃত্যুর প্রস্তুতি**

জীবনের সময়টুকুই একজন মানুষের ইহকালীন মূলধন। যদি তা আখেরাতের কল্যাণের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয় তবেই ব্যবসা সফল হবে। আর যদি তা বিনষ্ট করা হয় গুনাহ ও পাপাচারে এবং এ অবস্থায় আল্লাহর সাথে বান্দার সাক্ষাৎ হয় তাহলে সে হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। তাই বুদ্ধিমান সে-ই, যে নিজের হিসাব নেয়, আল্লাহ তার কাছ থেকে হিসাব নেওয়ার আগে এবং গুনাহ ও পাপাচার থেকে দূরে থাকে তা তাকে ধ্বংসের পথে নেওয়ার আগেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, ***'ঈমানদার ব্যক্তি গুনাহকে এমন মনে করে, যেন সে কোনো পাহাড়ের নিচে বসে আছে। আর যে কোনো মুহূর্তে পাহাড়টি তার উপর ধ্বসে পড়তে পারে।***- [সহীহ বুখারী ১১/৮৯]

পক্ষান্তরে অনেক মানুষ এমনও আছে, যারা বেপরোয়াভাবে পাপাচারে লিপ্ত থাকে। সে চিন্তাই করে না, কার অবাধ্যতায় সে লিপ্ত! একপর্যায়ে তার শেষ সময়টি এসে যায় এবং তার মৃত্যু হয়-আল্লাহ হেফাযত করুন-অশুভ মৃত্যু!

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, তোমরা এমন অনেক কাজে লিপ্ত হও, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়ে তুচ্ছ। অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এগুলোকেই আমরা বিনাশকারী কর্ম বলে গণ্য করতাম।-সহীহ বুখারী ১১/২৮৩

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সুন্দর মৃত্যুর জন্য সতর্ক করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) "*হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোনো অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করো না।*-" সূরা আল ইমরান (৩) : ১০২

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) "তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।" -সূরা হিজর (১৫) : ৯৯

সুতরাং তাকওয়া ও ইবাদতের নির্দেশ মৃত্যু অবধি বলবৎ থাকবে, যেন শুভ অবস্থায় মৃত্যু লাভ হয়।

আমল ও ভয়

হাদীস শরীফে একথাও বলা হয়েছে যে, কিছু মানুষ জীবনভর ইবাদত করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে পাপাচারে লিপ্ত হয়। ফলে তার মৃত্যু হয় অশুভ অবস্থায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ***ব্যক্তি জান্নাতীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে শুধু এক হাত দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। এমন সময় তার তাকদীর অগ্রগামী হয় এবং সে জাহান্নামীদের আমলে লিপ্ত হয়ে যায়। অবশেষে তার ঠিকানা হয় জাহান্নাম।***-সহীহ বুখারী ১১/৪১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৬৪৩

সাহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে জনৈক ব্যক্তি এত বীরত্বের সাথে লড়াই করছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম তা দেখে বিস্ময় বোধ করলেন এবং বললেন, আজ (যুদ্ধের ময়দানে) সে আমাদের যতটা উপকার করেছে আর কেউ তা করতে পারেনি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তো জাহান্নামী। জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, সে যদি জাহান্নামী হয় তাহলে আমাদের মধ্যে আর কে জান্নাতী হবে? একজন বললেন, আমি তার সাথে থাকব এবং দেখব, সে কী করে। তার বর্ণনা- লোকটি লড়াইয়ের একপর্যায়ে মারাত্মকভাবে আহত হল এবং কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য তলোয়ারের অগ্রভাগ বুকে ঠেকিয়ে তার উপর ঝাঁপ দিল এবং আত্মহত্যা করল। এ দৃশ্য দেখে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফিরে এলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? তিনি তখন পূর্ণ ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই মানুষ এমন আমল করে, যা মানুষের দৃষ্টিতে জান্নাতীদের আমল, কিন্তু (আল্লাহর কাছে) সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।

আবার কেউ এমন আমল করে, আপাত দৃষ্টিতে যা জাহান্নামীদের আমল, কিন্তু (আল্লাহর কাছে) সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত।

অন্য রেওয়ায়েতে আরো আছে, 'সর্বশেষ আমলই প্রকৃত আমল।'-(সহীহ বুখারী ১১/৪৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১২)

আল্লাহ তাআলা ঈমানদার বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, তারা যেমন নেক আমল করে তেমনি আল্লাহ তাআলাকে প্রচন্ড ভয় করে। ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) নিশ্চয়ই যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলিতে ঈমান আনে, যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করে না এবং যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে-এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা এতে অগ্রগামী হয়।- সূরা মুমিনুন (২৩) : ৫৭-৬০

আর এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা। ইমাম আহমদ রাহ. খলীফায়ে রাশেদ আবু বকর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন, আমি যদি মুমিন বান্দার দেহের একটি চুল হতাম! তিনি তার জিহবা টেনে ধরে বলতেন, এটাই হল ঐ জিনিস, যা আমাকে (বিপদের) ঘাটে অবতীর্ণ করেছে!

খলীফায়ে রাশেদ আলী ইবনে আবী তালিব রা. দুটি জিনিসকে খুব ভয় করতেন : ১. দীর্ঘ আশা ও ২. প্রবৃত্তির অনুসরণ। তিনি বলতেন, দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়। আর প্রবৃত্তির অনুসরণ সত্য গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বলতেন, নিশ্চয়ই দুনিয়া দ্রুত বিদায় হচ্ছে আর আখিরাত দ্রুত এগিয়ে আসছে। উভয়েরই রয়েছে কিছু সন্তান। সুতরাং তোমরা আখিরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। সাবধান, আজ শুধু কর্ম, হিসাব নেই। আর আগামীকাল শুধু হিসাব, কর্মের সুযোগ নেই।

অকস্মাৎ মৃত্যু ইসলামে কাম্য নয়। কারণ এটি ব্যক্তিকে কোনো অবকাশ দেয় না। ফলে হতে পারে সে কোনো গুনাহর কাজে লিপ্ত ছিল আর তাওবার আগেই তার মৃত্যু হল।

সালাফে সালেহীন অশুভ মৃত্যুকে খুব ভয় করতেন।

সাহল তাসতারী বলেন, সিদ্দীকগণ প্রতিটি কাজে ও প্রতি মুহূর্তে অশুভ মৃত্যুকে ভয় করেন। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'তাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত।'-প্রাগুক্ত :

মৃত্যু ভালো অবস্থায় হবে কি না, অর্থাৎ ঈমান ও নেক আমলের হালতে মৃত্যু হবে কি না- এই চিন্তা সর্বদা বান্দার মনে থাকা উচিত। কারণ এটাই তাকে নেক আমলে উদ্বুদ্ধ করবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ভয় করে সে রাতেই গন্তব্যের পানে রওনা হয় আর যে রাতে রওনা হয় সে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

জেনে রেখ, আল্লাহর পণ্য অতি মূল্যবান। জেনে রেখ, আল্লাহর পণ্য হচ্ছে জান্নাত।-জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৪৫২

মৃত্যুর সময় রহমতের আশা

যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয় তখন আল্লাহর রহমতের আশাই অধিক হওয়া উচিত এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহই প্রবল হওয়া উচিত। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে আগ্রহী হয় আল্লাহও তার সাক্ষাতে আগ্রহী হন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে যেন শুধু এ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে যে, সে আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করে।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮৭৭

তবে অনেক মূর্খ মুসলমান আল্লাহ তাআলার রহমত ও মাগফিরাতের অর্থ ভুল বোঝে এবং বেপরোয়াভাবে গুনাহয় লিপ্ত হয়; বরং তারা আল্লাহ তাআলার রহমত ও মাগফিরাতের গুণ সম্পর্কে জানাকেই অবিরাম গুনাহয় লিপ্ত থাকার কারণ হিসেবে গ্রহণ করে। এটা স্পষ্ট ভ্রান্তি, যা মানুষকে বিপথগামী করে এবং তাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তাআলা যেমন গাফুর ও রহীম তেমনি তিনি শাদীদুল ইকাব ও কঠিন শাস্তিদাতাও। কুরআন মজীদের অনেক জায়গায় আল্লাহ এ বিষয়ে সাবধান করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, আমি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি-সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি!- [সূরা হিজর (১৫) : ৪৯-৫০]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) হা-মীম। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট থেকে, যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবা কবুল করেন। যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। প্রত্যাবর্তন কেবল তাঁরই নিকট।-সূরা মুমিন (৪০) : ১-৩

মারূফ কারখী রাহ. বলেন, তুমি যার অনুগত নও, তার দয়ার আশা করা তোমার নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

জনৈক আলিম বলেছেন, মাত্র তিন দিরহাম চুরি করার অপরাধে যিনি দুনিয়ায় তোমার একটি অঙ্গ কাটার আদেশ দিয়েছেন আখিরাতে যে তিনি এরূপ শাস্তি দিবেন না-তা তুমি কীভাবে নিশ্চিত হলে?

মুসলিমমাত্রেরই কর্তব্য, মানুষের ঋণ থেকে এবং তাদের প্রতি যে জুলুম সে করেছে তা থেকে দায়মুক্ত হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। কারণ যার কাছে কারো কোনো প্রাপ্য আছে, কিয়ামতের দিন অবশ্যই তার কাছে তা দাবি করা হবে। অতপর নেকআমল থাকলে তা থেকে ঐ প্রাপ্য পরিশোধ করা হবে। নেক আমল না থাকলে পাওনাদারের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষের জান/প্রাণ তার ঋণের সাথে বাঁধা থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তা আদায় না করা হয়।***এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হল, যা অশুভ মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে :***

১. তাওবায় বিলম্ব করা

সর্বাবস্থায় সকল গুনাহ থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা করা প্রত্যেক বালিগ মুসলমানের কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-(তরজমা) হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।-সূরা নূর : **৩১**

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাঁর পূর্বাপর সবকিছু ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল তিনিও প্রতিদিন এক শ'বার আল্লাহ তাআলার নিকট তওবা করতেন।

আগাররুল মুযানী বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা কর। আমি দৈনিক তাঁর নিকট একশ বার তাওবা করি।-সহীহ মুসিলম, হাদীস : ২৭০২

সুনানে ইবনে মাজায় (৪২৫০) হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, *"গুনাহ থেকে তাওবাকারী ওই ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, যার কোনো গুনাহ নেই।"*

তাওবার বিষয়ে উদাসীন বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইবলিস-শয়তানের একটি কৌশল, যা দ্বারা সে মানুষকে প্রতারিত করে। সে মানুষের মনে এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, এখনও অনেক সময়

আছে, তাওবা করার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। এখন তাওবা করে তো তা রক্ষা করা যাবে না। বার বার তাওবা ভাঙ্গলে কি আল্লাহ সে তাওবা কবুল করবেন।

কখনো এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, এখন তো জীবন সবে শুরু, যখন বয়স হবে তখন খাঁটি মনে পাকা-পোক্তভাবে তাওবা করে নিও। ঐ সময় মসজিদে পড়ে থাকবে এবং বেশি করে নেক আমল করতে থাকবে। সুতরাং এই বয়সেই ইবাদত-বন্দেগীর পাবন্দি করে কষ্ট না পেয়ে জীবনটা একটু উপভোগ কর।

তো এগুলো হচ্ছে তাওবা থেকে বিরত রাখার জন্য শয়তানের অপকৌশল। এ কারণে সালাফ বলেছেন, তোমাদেরকে 'ছাওফা' (ভবিষ্যতে) শব্দটির বিষয়ে সাবধান করছি। এটা শয়তানের অনেক বড় হাতিয়ার।

সচেতন মুমিন, যে অশুভ অবস্থায় মৃত্যুর ভয়ে ও আল্লাহর মুহাব্বতে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর নিকট তাওবা করে আর গাফেল মুসলমান, যে অর্থহীন অজুহাতে তাওবাকে বিলম্ব করে তাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত হল ঐ যাত্রীদলের মতো, যাদের যেকোনো সময় যাত্রা করতে হবে। তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তারা কষ্ট করে সফরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করল এবং সফরের জন্য প্রস্তুত থাকল। আর যারা অলস তারা, করছি-করব বলে কোনো প্রস্তুতিই গ্রহণ করল না। এরপর হঠাৎ কাফেলার আমীরের পক্ষ থেকে যাত্রার ঘোষণা এল। তখন বুদ্ধিমানরা নিশ্চিন্তে সফর করল আর অলসেরা হায়-হুতাশ করতে লাগল।

আখিরাতের দৃষ্টান্তও অনুরূপ। যখনই মৃত্যু আসুক সচেতন মুমিনের কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না। সে তো তাওবা করে গুনাহ থেকে পাকসাফ হয়ে প্রস্তুত হয়েই আছে। পক্ষান্তরে পাপীরা বলতে থাকবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আবার দুনিয়ায় ফিরিয়ে দাও, যেন আমরা সেখান থেকে কিছু নেক আমল নিয়ে আসতে পারি।)

নামাযী ব্যক্তির জন্যে কালিমা তাইয়্যেবার তালক্বীন

এক হাদীসে এসেছে, মৃত্যুর ফেরেশতা নামাযের সময় মানুষের ওপর নজর রাখে। যেই মানুষ সময়মতো নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায আদায়ের ওপর গুরুত্ব দেয়, সেই ব্যক্তির জান কবয করার সময় মৃত্যুর ফেরেশতা

নিজেই তাকে কালিমা তাইয়্যেবা পাঠ করার তালক্বীন করে। এসময় তার কাছ থেকে সে-ই শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়। এখন আপনারাই বলুন, আমাদের মধ্য হতে কার মনে এই চাওয়া নেই যে, মৃত্যুর সময় সেই ফেরেশতা এসে আমাদের কালেমা তাইয়্যেবার তালক্বীন করবেন।

জনৈক মাদকাসক্তের মৃত্যুর বিবরণ

যেসকল লোক নিজেদের বদআমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে এবং তার গোটা জীবন আল্লাহর অবাধ্যতায় কাটিয়ে দেয়, তাদের মৃত্যুও ওই অবস্থায় হয়ে থাকে। তাদের শেষযাত্রার মুহূর্তে তাদের মুখ থেকে এমন সব কথাই বেরিয়ে আসে, যা এতো দিন তাদের মনে বসত গেড়ে ছিলো। বসরা নগরীর জনৈক বুযুর্গ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মৃত্যুর সম্মুখীন। লোকেরা তাকে কালেমা তাইয়্যেবার তালকীন করছে। কিন্তু তার মুখ থেকে এক কথাই বেরোচ্ছে, মদের গ্লাস থেকে তুমিও পান করো, আমাকেও দাও। তুমিও পান করো, আমাকেও দাও। আসতাগফিরুল্লাহ।

আরেক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা। লোকেরা তাকে কালিমার তালক্বীন করে যাচ্ছে। কিন্তু বিগত জীবনে সে যেহেতু ব্যবসায়ী ছিলো, নামায রোযার পাবন্দি করতো না, এ কারণে তার মুখ কালিমা বের না হয়ে এ কথা বেরোচ্ছে, দশটা দশ টাকা। এগারোটা এগারো টাকা। বারোটা বারো টাকা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন গাফলতি থেকে মুক্তি দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ

পরলোক যাত্রার

পথে পথে

মুসলমান ভাইয়েরা, আখেরাতের যাত্রাপথে আপনাকে পাঁচটি মঞ্জিল অতিক্রম করতে হবে।

প্রথম মঞ্জিল

প্রথম মঞ্জিল হলো, মৃত্যুযন্ত্রণার মঞ্জিল। মৃত্যুর প্রাক্কালে যখন মানুষের নিঃশ্বাসে হেঁচকি ওঠে সেটিকে আরবীতে সাকারাত)سكرات(বা)نزع(বলা হয়। এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বপর্যন্ত ওই ব্যক্তির জন্যে তাওবার দরোজা খোলা থাকে। ওই সময় নেককার ব্যক্তিকে স্বাগত জানানোর জন্যে জান্নাতের ফেরেশতা আগমন করে থাকেন। এ কারণে কিছু কিছু বুযুর্গের মৃত্যুর সময় এই আহ্বান ভেসে আসে,

يَايَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً . فَادْخُلِي فِي عِبْدِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

'হে ওই আত্মা যা ছিলো আল্লাহর আনুগত্যে প্রশান্ত, তুমি তোমার পালনকর্তার দিকে এমনভাবে ফিরে এসো যে, তুমি তার ওপর সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার ওপর সন্তুষ্ট। তুমি আমার বান্দাদের সারিতে উঠে এসো এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।'

আর যখন গুনাহগার লোকের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তখন তার জন্যে জাহান্নামের ফেরেশতা আসে। তার কাছে জাহান্নামের হাতুড়ি থাকে। তার
রূহ কবয করার সময় এতোটা দুর্গন্ধ বেরিয়ে পড়ে যে, এর জন্যে ফেরেশতাকে নাকের ওপর রুমাল রাখতে হয়। বিবরণ শোনানোর সময় নবীজি নাকের ওপর রুমাল রাখার দৃশ্য করে দেখিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় মঞ্জিল

পরকালযাত্রার দ্বিতীয় মঞ্জিল হলো, কবর। হাদীস শরীফে এসেছে, তোমরা কবরকে মাটির নিরেট স্তুপ মনে করো না। এটি হয়তো সমাহিত ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের অন্যতম একটি বাগান হবে অথবা জাহান্নামের অন্যতম একটি গহ্বর হবে।

যখন কোনো নেককার মানুষকে কবরে রাখা হয়, তখন তাকে সম্বোধন করে কবর বলে, দুনিয়ার বুকে যতো মানুষ ছিলো, তাদের সবার মধ্য হতে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা বেশি ছিলো। এখন তুমি আমার কাছে চলে এসেছো। কাজেই তোমার সাথে আমার সদাচরণ দেখবে। এরপর ওই কবরটি এতোটা প্রশ্বস্ত হয়ে পড়ে যে, মৃত ব্যক্তির দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সেটি প্রশস্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যখন কোনো পাপাচারী ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন তাকে সম্বোধন করে কবর বলে, দুনিয়ার বুকে যতো মানুষ বসবাস করতো তাদের সবার মধ্য হতে তোমার প্রতিই আমার সবচেয়ে বেশি ঘৃণা ছিলো। এখন তুমি আমার কাছে চলে এসেছো। কাজেই তোমার সাথে আমি কেমন আচরণ করি, তা এখুনিই তুমি দেখতে পাবে। এ কথা বলে কবর তাকে এমনভাবে চেপে ঠেসে ধরবে যে, তার বুকের একদিকের হাড় অন্যদিকে হাড়ের ভেতর ঢুকে যাবে।

তৃতীয় মঞ্জিল

পরকালযাত্রার তৃতীয় মঞ্জিল হলো, হাশর তথা কিয়ামত।

হাদীস শরীফে এসেছে, হাশরের একটি দিন হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। কাফেরদের জন্যে হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অতি দীর্ঘ একটি দিন। পক্ষান্তরে মুমিনদের জন্যে এটি হবে কয়েক মুহূর্তের সমান।
হাদীস শরীফে এ কথাও এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন হবে ফজরের দুই রাক্বাত সুন্নত আদায়ের সমপরিমাণ। আর সাইয়্যেদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রদিয়াল্লাহু ওয়া আনহা বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত নামায হলো ফজরের দুই রাকাত সুন্নত।

কিছু কিছু বর্ণনায় এসেছে, সূর্যের সাতটি চোখ রয়েছে। পৃথিবীতে তার একটি মাত্র চোখ খোলা হয়েছে। কিয়ামতের দিন তার সাত চোখের সবক'টিই খোলা হবে। ওই সময়টি হবে 'চাচা, আপনা জান বাঁচা'-এর সময়। প্রতিটি ব্যক্তি তার গুনাহের সমপরিমাণ ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। কেউ থাকবে হাটু পরিমাণ ঘামে নিমজ্জিত। কারো হবে পায়ের গোড়ালি সমান। কারো ঘামের বন্যা হবে গলা পরিমাণ। শুধু ঘাম-ই হবে, এমন নয়। বরং ওই ব্যক্তি ঘামের তপ্ত পানিতে জ্বলতে থাকবে। আল্লাহর কতিপয় বান্দা থেকে এতো অল্প পরিমাণ ঘাম বেরোবে যে, মনে হবে, সে বুঝি প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করেছে।

সেদিন আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো ছায়া থাকবে না। আল্লাহর এই আরশের ছায়াতলে সাত ধরনের মানুষ আশ্রয় পাবেন। একজন হলেন, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। দ্বিতীয় জন হলেন, ওই যুবক যে যৌবনে আল্লাহর ইবাদত করেছে। তৃতীয়জন হলেন ওই ব্যক্তি যার মন সবসময় মসজিদের সঙ্গে লেগে ছিলো। চতুর্থজন হলেন ওই ব্যক্তি যার ভালোবাসা ছিলো আল্লাহকেন্দ্রিক। এর ভিত্তিতেই সে অন্যদের সাথে সম্পর্ক গড়তো এবং এর ভিত্তিতেই সম্পর্ক ভাঙ্গতো। পঞ্চমজন হলেন ওই ব্যক্তি যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের রূপসী নারী নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছে আর ওই ব্যক্তি এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে যে, আল্লাহর ভয় আমাকে নিষেধ করছে। ষষ্ঠজন হলেন ওই ব্যক্তি যে এতোটা গোপনে সদকা করে যে, তার এক হাতের দানের কথা অন্য হাত পর্যন্ত জানে না। আর সপ্তমজন হলেন ওই ব্যক্তি যে নিভৃতে আল্লাহর যিকির করে এবং দু'চোখের তপ্ত অশ্রু বিসর্জন করে।

এ দিন যতোক্ষণ পর্যন্ত চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারবে ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি নিজ স্থান থেকে একটুও নড়তে পারবে না।

প্রশ্নটি হলো, তুমি তোমার জীবন কোন কোন কাজে ব্যয় করেছো? দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে, তুমি তোমার দেহের বল কোথায় প্রয়োগ করেছো? তৃতীয় প্রশ্ন হবে, তুমি তোমার ইলমের ওপর কী পরিমাণ আমল করেছো? আর সর্বশেষ প্রশ্ন হলো, তুমি কোন পথে সম্পদ উপার্জন করেছো এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছো?

চতুর্থ মঞ্জিল

চতুর্থ মঞ্জিল হলো, মীযান। পরকাল যাত্রার যেই মুহূর্তগুলোতে মানুষ একান্ত নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, অন্যদের দিকে তাকানোর ফুরসতও পাবে না, সেই মুহূর্তগুলোর একটি হলো মীযান। এ সময় প্রত্যেক মানুষই এ নিয়ে আতঙ্কিত থাকবে যে, আমার নেক আমলের পাল্লা ভারী হলো নাকি বদ আমলের পাল্লা?

পঞ্চম মঞ্জিল

পরকালযাত্রার পঞ্চম ও সর্বশেষ মঞ্জিল হলো, পুলসিরাত। এটি এমন এক পুল, যা পশমের চেয়েও চিকন ও তরবারির চেয়েও বেশি ধারালো হবে। প্রত্যেক মানুষকে এটি পার হতে হবে। পুলটির অবস্থান ঘোর অন্ধকারের ভেতর। ঈমানদার ব্যক্তি যখন এটি পার হবেন তখন তার কাছে ঈমানের আলো থাকবে। পক্ষান্তরে কাফের ব্যক্তির কাছে কোনো আলো থাকবে না। সে ঈমানদারকে বলবে, ভাই, আমাকেও তোমার আলো থেকে ফায়দা গ্রহণের সুযোগ দাও। সে বলবেন, না, এই আলো পৃথিবীতে পাওয়া যেতো। এরপর ঈমানদার ও কাফেরের মাঝখানে একটি দেয়াল বানিয়ে দেয়া হবে। যার কারণে সেই কাফের নিকষ অন্ধকারে পড়ে যাবে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে তার গুনাহের আকৃতিতে দাঁড় করানো হবে। তখন **কারো চেহারা হবে আলোকিত আর কারো হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।**

অহংকারীর অবস্থা

যখন কোনো বান্দা অহঙ্কার প্রকাশ করে, ঔদ্ধত্ব দেখায় তখন আল্লাহর রাগ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। হাদীস শরীফে এসেছে-

الكبرياء ردائه : "***বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো আল্লাহর চাদর***।" [আল-মুসলিম: ৬২/৩৭]

কাজেই সেই আল্লাহর বান্দা হয়ে তার একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে টানাহেচড়া করা কী করে সম্ভব? হাদীসে পাকে এ ধরনের ভাষ্য এসেছে- কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ পিপড়ার সমান খর্বাকৃতির বানিয়ে দেবেন। কেনো বানাবেন? কারণ হলো, দুনিয়াতে সে অহংকার করে বেড়াতো। বড় কথা বলতো। তার শাস্তি হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত তাকে কিয়ামতের দিন এতোটাই ক্ষুদ্রাকৃতির বানিয়ে দেবেন, যেনো সমস্ত সৃষ্টিজীব তাকে পিষে যায়। এভাবে আল্লাহ তাকে হেনস্তা করবেন।

আল্লাহর বিধান অমান্যকারীর অবস্থা

হাদীস শরীফে এসেছে, "যে ব্যক্তি শরীয়তের বিধি-বিধান থেকে চোখ বন্ধ করে জীবন কাটাবে, কুরআন-হাদীসের ফরমান থেকে নিজের চোখ অন্ধ করে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, এমন ব্যক্তিকে আমি কিয়ামতের দিন অন্ধ করে দাঁড় করাবো।"

অন্যদের কাছে যাচনাকারীদের অবস্থা

আজ যারা নিজেকে ফকির করে রেখেছে, অন্যদের কাছে হাত পেতে বেড়াচ্ছে, তার সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে এসেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার চেহারা থেকে সব গোশত ফেলে দেবেন। মুখের ওপর কয়েকটি হাড়-গোড় থাকবে। এর কারণ কী? এর কারণ হলো, সে অন্যের দ্বারস্থ হতো, অন্যকে সালাম করতো, তার কাছে হাত পাততো। যার কারণে আজ তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য নিঃশেষ করে দেয়া হবে। তখন তাকে দেখে সবাই চিনবে যে, তুমি আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের কাছে তোমার হাত দীর্ঘ করে বেড়াতে।

হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী হবে আর সে তাদের মাঝখানে ইনসাফ করতো না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ করে ওঠাবেন। লোকেরা তাকে দেখে বুঝে ফেলবে যে, এ লোক প্রতিটি অবিচার করতো। সম্পর্কের মাঝে, বিচারের মাঝে, সামাজিকতার মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতো না।

দ্বীন বিক্রিকারীর অবস্থা

কিয়ামতের দিন কারো কারো পেট হবে অনেক বড় ডেগচির সমান। তাদের পেটের ভেতর জ্বলন্ত অঙ্গার উথলাতে থাকবে। সেই অঙ্গারগুলো তাদেরকে সর্বক্ষণ পোড়াতে থাকবে। প্রচণ্ড বেদনার কারণে লোকগুলোর আর্তচিৎকারে সবকিছু ভারী হয়ে ওঠবে। কারা সেই লোক? তারা হচ্ছে সেসমস্ত লোক; যা কিছু টাকার লোভে তাদের দ্বীনকে বিক্রি করতো। ইরশাদ হয়েছে,

أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

"তারা তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদের সাথে কথা বলবেন না। তাদের আবিলতা দূর করবেন না। তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।"

অন্যের ভূমি দখলকারীর অবস্থা

দুনিয়ায় যেসব লোক অন্যের ভূমি গ্রাস করতো তার সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, সাত জমিনকে টুকরো টুকরো করে তার মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে। গোটা কিয়ামতদিবস ওই ব্যক্তি সেই বোঝা মাথায় চেপে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার এ অবস্থা দেখে অন্যরা বুঝে ফেলবে যে, এ লোকটি দুনিয়ায় থাকাকালে অন্যের জমিন অবৈধভাবে গ্রাস করেছে।

প্রিয় বন্ধুগণ, আজ যদি আমাদের মাথার ওপর একটি বালতি রাখা হয়, তাহলে তা বহন করাই আমাদের জন্যে দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে এতো বড় জমিনের বোঝা আমরা কী

করে বহন করবো? তারপরও আমরা জেনে-বুঝে অন্যের সম্পদ, অন্যের জমিন একরের পর একর গ্রাস করি। অন্যের রক্তের ওপর বৃদ্ধি করি নিজের ভূসম্পত্তি।

মৃত্যুর হুলিয়া

হযরত আমর বিন আস রাদি. তাঁর মাহফিলে প্রায়সময় বলতেন, জানি না, মৃত ব্যক্তি কেনো তার শেষ সময়ের বিবরণ অন্যদের শুনিয়ে যায় না? সেই হযরত আমর বিন আস রাদি. যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হন তখন তাঁকে তাঁর ছেলে বলেন, আব্বুজান, আজ আপনিই আপনার শেষযাত্রার বিবরণ দিন। তিনি তখন উত্তরে বলেন, ছেলে আমার, মনে হচ্ছে, আমার দেহকে আগুনের কাষ্ঠফলকের ওপর রাখা হয়েছে। আগুনের তপ্ত লেলিহান শিখাগুলো লৌহফলাকার মতো আমার শরীরে সুইয়ের মতো বিঁধছে। আর মনে হচ্ছে, আমার বুকের ওপর ওহুদ পাহাড় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

হযরত উমর বিন যর রহ. এর চূড়ান্ত বিনয়

ইমাম আবু হানীফা রহ. একদা হযরত ওমর বিন যর রহ.-এর শুশ্রুষার জন্যে তাঁর বাড়ি গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন? উত্তরে বললেন, যখন আমাদের বুকে তাওহীদ রয়েছে তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শাস্তি দেবেন, এটা কি সম্ভব? এরপর তিনি আল্লাহর দিকে অধোমুখী হয়ে বললেন, হে পরওয়ারদিগার, ওই যাদুকরদের ক্ষমা করে দাও; যেসব যাদুকরেরা তাদের পেশার ওপর থাকা অবস্থাতেই তোমাকে বলেছিলো, হে আল্লাহ, আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি।

আনন্দ-বেদনার উপলক্ষ

কিতাবুল হাকায়েকে রয়েছে, যেহেতু শয়তানের কারণে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাত থেকে বেরোতে হয়েছিলো, যা নিয়ে তিনি

কষ্টবোধ করতেন। কিন্তু এরপরও তিনি খুশি বোধ করতেন এ নিয়ে যে, সেই ভুলের জন্যে আল্লাহ শয়তানকে দায়ী করেছেন। কেননা কুরআনে এসেছে, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ অতপর শয়তান তাদের দু'জনকে পথচ্যুত করেছে।
হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রথম যখন নমরুদের আগুন দেখতে পান, তখন খানিকটা আহত বোধ করেন। কিন্তু যখন সেটিকে بَرْدًا وَسَلَامًا : [শীতল ও শান্তিপ্রদ] পান, তখন চরম পুলক অনুভব করেন।

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মা চিন্তিত হয়ে পড়েন যখন আদরের সন্তানকে পানিতে ফেলেন। কিন্তু তিনি উল্লসিত হন তখন, যখন সেই ফেরাউনের অথৈ জলরাশিতে সলিল সমাধি ঘটে। হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালাম যখন আদরের সন্তান রক্তরঞ্জিত কাপড় দেখতে পান, তখন ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে নিজের কাপড় পাঠান তখন হযরত ইয়াকুবের হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে।

এখান থেকে আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, যে জিনিসটি এখন কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে একসময় সেটিই হচ্ছে আনন্দের উপলক্ষ্য। কাজেই যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার ভয়ে চিন্তিত থাকবে, সেই ব্যক্তিকে যখন কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ হিসাব-কিতাব না নিয়ে মাফ করে দেবেন, সে ব্যক্তি-ই তখন সেই আল্লাহর রহমতে ধন্য হয়ে আনন্দ-উল্লাসে উদ্বেলিত হয়ে ওঠবে।

যমদূতের মৃত্যু

প্রিয়সুধী, এমন একসময় আসবে যখন অন্যের জান কবযকারী ফেরেশতারও জান কবয হবে। হযরত মুহাম্মাদ বিন কা'ব কুরাদী রহ. বলেন, সবার শেষে আসবে জান কবযকারী ফেরেশতার জান কবযের মুহূর্ত। আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দেশ করবেন, ওহে মৃত্যুর ফেরেশতা, তুমি মরে যাও। আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে সে এতো জোরে চিৎকার করে ওঠবে যে, যদি আসমান ও জমিনের অধিবাসীগণ সেই চিৎকার শুনতে

পেতো তাহলে তারা নির্ঘাত ঘাবড়ে মরে যেতো। এরপর তার ওপর নেমে আসবে মৃত্যুর শীতলতা। হযরত যিয়াদ নুমাইরী রহ. বলেন, অন্যান্য সৃষ্টিজীব অপেক্ষা জান কবযকারী ফেরেশতার জন্যে মৃত্যুবরণ করাটা অধিক কঠিন হবে।

যমদূতের কাজ

আজ মানুষ ধন-সম্পদ উপার্জনের চিন্তায় বিভোর। মৃত্যুর কথা বেমালুম ভুলে আছে। বণিকসমাজ নিজেদের ব্যবসার হিসাব-কিতাব সময়মতো আদায় করে। দেয়ার সময় হলে নির্দিষ্ট সময়ে দিয়ে আসে। নেয়ার সময় হলে সঠিক সময়ে গিয়ে নিয়ে আসে। আগ-পিছ করে না। মৃত্যুর ফেরেশতাও একই কাজ করে।

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
যখন তাদের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসবে তখন তারা এক মুহূর্তও আগ-পিছ করবে না। [সূরা ইউনুস]

মৃত্যুর কতিপয় প্রজ্ঞা

একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদবচন হলো,
فعل الحكيم لا يخلوا عن الحكمة.

'বিজ্ঞের কোনো কাজ বিজ্ঞতা বহির্ভূত হয় না'

তারই সূত্র ধরে ***মৃত্যু যদিও একটি বেদনাদায়ক বিষয়, কিন্তু তার মাঝেও অনেকগুলো প্রজ্ঞতাপূর্ণ হিকমত রয়েছে।*** যেমন,

২. মৃত্যুর মাধ্যমে কর্মের প্রতিফল স্বরূপ পুরস্কার ও দণ্ড লাভ হয়। যদি মৃত্যুই না হতো তাহলে নেককার লোকেরা তাদের সাধনা, অধ্যবসায় ও মেহনতের প্রতিফল কীভাবে পেতো? জালিম ও খুনীরা তাদের অপকর্মের শাস্তি কীভাবে পেতো? মৃত্যুই তো সব প্রশ্নের উত্তর এনে দিয়েছে।
২. যদি মৃত্যু না আসতো তাহলে জমিনের উৎপাদন ব্যবস্থা চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়তো। আজ পৃথিবীতে পাঁচ মিলিয়ন মানুষ বাস করছে আর এতেই জন্মনিয়ন্ত্রণের হৈচৈ পড়ে গেছে। যদি পৃথিবীর জনসংখ্যা তিনশো মিলিয়ন হতো তাহলে কী হতো? হাদীস শরীফে এসেছে-
"য়াওমে মীসাক (তথা সৃষ্টির সূচনালগ্নে বান্দাদের কাছ থেকে আল্লাহর 'রব' স্বীকারোক্তি গ্রহণের দিন] সমস্ত মানবসন্তানকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়। সেদিন তাদের শরীরের কাঠামো ছিলো পিপীলিকার মতো। তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে ফেরেশতাগণ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো, এতো লোক কোথায় আঁটবে! আল্লাহ বললেন, জমিনে। ফেরেশতাগণ নিবেদন করলেন, জায়গার সংকট দেখা দেবে। আল্লাহ বললেন, আমি তাদের জন্যে রাখবো মৃত্যুর অমোঘ বিধান। পেছনের জন যেতে থাকবে আর পরের জন আসতে থাকবে। জমিনের স্বল্পতা দেখা দেবে না। ফেরেশতাগণ বললেন, তাহলে তো তাদের জীবন তিক্ত হয়ে যাবে। তারা সর্বক্ষণ মৃত্যুশঙ্কায় শঙ্কিত থাকবে। আল্লাহ বললেন, আমি তাদের ওপর আকাঙ্ক্ষার ফিরিস্তি এঁটে দেবো।"

৩. যদি মৃত্যু বলে কিছু না থাকতো আর বড়রা জীবিত থাকতো তাহলে কখনো ছোটদের প্রতিভার বিকাশ ঘটতো না। একটি বচন প্রসিদ্ধ, كبرني موت الكبراء : বড়দের মৃত্যু আমাকে বড় বানিয়ে দিয়েছে। যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর ওপারে না যেতেন তাহলে হযরত সিদ্দীকে আকবর রাদি.-এর দ্যূতি বিশ্বজাহান কী করে দেখতো? ফারূকে আ'যম রাদি.-এর ন্যায়পরায়ণতা বিশ্ববাসীর সামনে কীভাবে বিমূর্ত হতো? মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কেরামের এই স্বর্ণোজ্জল ধারাবাহিকতা কী করে অগ্রসর হতো? দ্বীনের হিফাযতের জন্যে জাতির শ্রেষ্ঠসন্তান উলামায়ে কেরামের অভূতপূর্ব ত্যাগস্বীকারের ইতিহাস কী করে সৃষ্টি হতো?

চূড়ান্ত নির্বোধ কে?

প্রিয় বন্ধুগণ, যারা ইচ্ছেমতো জীবন কাটায় তাদের চেয়ে নির্বোধ আর কেউ হতে পারে না। খলীফা হারুনুর রশীদের কাছে একবার বাহলুল আসে। খলীফা তখন তাকে একটি সুদৃশ্য ছড়ি তুলে দিয়ে বলেন, বাহলুল কোনো নির্বোধকে ছড়িটি দিয়ে দিয়ো। বাহলুল ছড়ি হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে যান।
কিছুদিন পর হারুনুর রশীদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সবধরনের চিকিৎসা গ্রহণ করা হয়, কিন্তু কিছুতেই সুস্থতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো না। বাহলুল খলীফার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে শুশ্রুষার জন্যে গমন করেন। খলীফার কাছে এসে বললেন, হে রাজা, আপনি যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাত্রা করেন তখন কি আপনি সেখানকার ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা ইত্যকার বিষয় চেক করেন না? তিনি বলেন, আলবৎ, চেক করি।

জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে যদি আপনি কোনো বিষয়ের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করেন তখন কি সেটি পূর্ণ করার নির্দেশ দেন না?
খলীফা বললেন, অবশ্যই, আমি সাথে সাথে তা পূরণ করি।

বাহলুল বললেন, হে মহারাজা, আপনি এখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত আছেন। দুনিয়া থেকে প্রস্থানের পর সর্বপ্রথম আপনাকে কবরদেশে যেতে হবে। আপনি কি সেখানকার কোনো ব্যবস্থাপনা ও আয়োজনের খোঁজ-খবর

নিয়েছেন?
বাদশাহ বললেন, না, নেইনি।

বাহলুল বললেন, আপনি কবরের প্রয়োজনীয় সব সামানের সবধরনের স্বল্পতা দূর করেছেন?

বাদশাহ বললেন, না

যখন বাহলূলের কাছে খলীফা স্বীকার করলেন যে, আমি সেখানকার ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয়তার তদারকি করিনি তখন বাহলুল সেই ছড়ি বের করে হারুনুর রশীদকে দিয়ে বললেন- হে মহারাজা, এই পৃথিবীতে আমি আপনার চেয়ে বড় নির্বোধ আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই আপনি-ই এ ছড়ির সবচেয়ে বড় হকদার।

পরকালীন জীবনের দৃষ্টান্ত

জনৈক বুযুর্গ বলতেন, হে বন্ধু, পৃথিবীতে তুমি যে কয়দিন থাকবে, সে কয়দিনের জন্যে চেষ্টা করো। আর পরকালে যে পরিমাণ থাকবে, তার জন্যে সেই পরিমাণ চেষ্টা করো।

ইমাম গাযালী রহ. পরকালের উদাহরণ দিয়ে বলতেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার মুষ্ঠির ভেতর শস্যদানা তুলে নেয় তাহলে তার মুষ্ঠির ভেতর হাজার খানেক দানা অনায়াসে উঠে আসবে। যদি কোনো ব্যক্তি তার থলের ভেতর শষ্যদানা তুলে নেয় তাহলে সেখানে সে লাখখানেক দানা রেখে দিতে পারবে। যদি সমগ্র পৃথিবীতে এই পরিমাণ শষ্যদানা রাখা হয় যে, সেটির স্তুপ উচু হতে হতে আসমান ছুঁয়ে ফেলে। অর্থাৎ আসমান ও জমিনের মধ্যকার সমগ্র শূন্যস্থান শষ্যদানায় ভরে যায় আর একটি পাখি এক হাজার বছর পর পর এসে সেখান থেকে একটি করে দানা খায়। এক হাজার বছর পর এসে দ্বিতীয় দানাটি ভক্ষণ করে। এর এক হাজার বছর পর এসে তৃতীয় দানাটি ভক্ষণ করে। তাহলে অবশেষে এমন এক সময় আসবে যখন সমস্ত দানা ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু হে মানুষ, তোমার পরকালের জীবন কখনো নিঃশেষ হবে না। কাজেই আমাদের কর্তব্য হলো, জীবনের এই সুযোগকে পরম গনীমত মনে করে খুব জোরেশোরে পরকালের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। যে ব্যক্তির মনে পরকালের স্মরণ জাগ্রত থাকে সে ব্যক্তি ছোট ছোট বিষয় থেকেও শিক্ষা ও নসীহত গ্রহণ করে।

পরকাল ভাবনা

বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি যে সবসময় পর লের প্রস্তুতির চিন্তায় বিভোর থাকে।

ُوَغَرَّهُ طُوْلُ الْأَمَل

ُحَتَّى وَفِي مِنْهُ الْأَجَل

وَالْقَبْرُ صَنْدُوقُ الْعَمَل
لا مَوْتَ الَّا بِالْأَجَل.
يَا مَنْ بِدُنْيَاهُ اشْتَغَل
أَوَ لَمْ يَزَلْ فِي غَفْلَةَ
الْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةَ
اصْبِرْ عَلَى اهْوَالَهَا

দুনিয়াবিভোর ওহে দুনিয়াদার
বুঁদ হয়েছো দীর্ঘ আশার জালে,
আর কতকাল থাকবে গাফেল হয়ে
মৃত্যু তোমার আসবে এমন হালে!
মরণ আসে সহসা অকস্মাৎ
আঘাত হানে ঠিক সময়ের পর,
সব বেদনা দাঁত চেপে সইবে
কবর হবে সব আমলের ঘর।

জনৈক শিশুর মৃত্যুভাবনা

বাহলুল পণ্ডিত ছিলেন বুযুর্গ মানুষ। তিনি একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কয়েকজন বালককে দেখলেন, খেলা করছে। তাদের থেকে সামান্য দূরে একজন বালক চুপচাপ বসে আছে। তার চেহারার বুদ্ধিমত্তা ও উদাসীনতা দূর থেকে দেখা যাচ্ছিলো। বাহলুল বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, হয়তো অন্য বালকেরা একে খেলায় নিচ্ছে না। এ কারণে সে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বসে আছে। সেমতে আমি ইচ্ছে করলাম, তার কাছে গিয়ে কিছু আহলাদ দেখাবো। হতে পারে বালকটি খুশি হয়ে যাবে। আমি বালকটির কাছে গিয়ে সুধালাম, তোমাকে কি অন্যরা খেলায় নিচ্ছে না? আমার প্রশ্নের উত্তরে সে আমার দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে বললো, বাহলুল, মনিবের নিদের্শ,

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

'তোমরা কি মনে করেছো, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি'।

কাজেই আমাদেরকে খেলাধুলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি।

আমি বিস্মিত হয়ে পড়লাম। এতো কমবয়সী বালক; আর এতো মজবুত পাকা কথা। আমি মনে মনে বুঝে নিলাম, বালকটি খুবই বিজ্ঞ। আমি বললাম, হে আমার বৎস, আমায় কিছু নসীহত করো।
তখন বালকটি কিছু কবিতা পাঠ করতে শুরু করলো। যার ভাবানুবাদ হলো, 'হে পথিক, তোমার যাত্রাপথ দীর্ঘ। তোমার যাত্রার প্রস্তুতি এখন থেকেই গ্রহণ করো।' তার কবিতা শুনে আমার চোখে জল চলে এলো।

কিছুক্ষণ পর যখন স্বাভাবিক হলাম তখন বালকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, হে বালক, তোমার বয়স তো খুবই অল্প। তুমি এখন থেকেই কেনো দোযখের ভয়ে ভীত? আল্লাহর সত্তার প্রভাবে এখনই তুমি কেনো এতো প্রকম্পিত?
উত্তরে বললো, আমি ঘরে দেখেছি, আমার আম্মা যখন আগুন জ্বালান
তখন ছোট ছোট কাঠগুলো একত্র করে প্রথমে তা দিয়ে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেন। এরপর সেখানে বড় কাঠ ফেলেন। তখন আগুনের শিখা লকলকিয়ে উপরের দিকে ওঠে। বাহলুল, যখন আমি সেই দৃশ্য দেখি তখন ভয়ে কেঁপে ওঠি। মনের ভেতর এ ভাবনা আসে যে, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে প্রচণ্ড তাপে উদ্বেলিত হওয়ার কথা বলেছেন। এমনও তো হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন তিনি কমবয়সী শিশুদেরকে একত্র করে জাহান্নামের আগুনে ফেলবেন, যেনো আগুন ধরে যায়। এরপর বড়দের পালা আসবে। এ কারণেই আমি কাঁদছি, যেনো মহান আল্লাহ আমাকে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দান করেন।

বাহলুল বলেন, তার এ কথা শুনে আমি সম্বিত হারিয়ে ফেললাম। হুশ ফিরে পাবার পর বালকটিকে আর দেখতে পেলাম না।

মৃত্যুকালে হযরত হাবীব আ'যমী রহ.-এর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা

হযরত হাবীব আ'যমী রহ. ছিলেন হযরত হাসান বসরী রহ.-এর শিষ্য। যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেলেন। জনৈক শিষ্য নিবেদন করলেন, হযরত, আপনি তো আল্লাহর ওলী। আপনি কেনো এতোটা ঘাবড়ে যাচ্ছেন? এর আগে তো আপনাকে এতো পেরেশান হতে দেখা যায়নি।

বললেন, সফর অনেক দীর্ঘ। হাতে কোনো পাথেয় নেই। এর আগে এ পথে কোনো দিন যাত্রাও করিনি। যেতে হবে মনিবের দর্শন করতে। ইতোপূর্বে কোনোদিন দর্শন হয়নি। আমাকে এমন ভীতিপ্রদ দৃশ্য দেখতে হবে, যা আগে কখনো দেখিনি। মাটির নিচে কিয়ামত পর্যন্ত নিঃসঙ্গ পড়ে থাকতে হবে। সেখানে কোনো সহমর্মী সঙ্গ দেবে না। এরপর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সামনে আমাকে পেশ করা হবে। আমার ভয় হচ্ছে, যদি আল্লাহ বলে ফেলেন যে, হাবীব, ষাট বছরের জীবনে এমন একটি তাসবীহ পেশ করো যেখানে শয়তানের কোনো দখল ছিলো না, তাহলে আমি কী উত্তর দেবো?

প্রিয় বন্ধুগণ, বাস্তবতা হলো, হযরত হাবীব আ'যমী রহ. তাঁর দীর্ঘ ষাট বছরের জীবনে কখনো সামান্য সময়ের জন্যে পৃথিবীর সাথে হৃদয় জুড়েননি।

হাশর,কিয়ামত, পরকাল

হাশরের দিন কার রাজত্ব হবে?

প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা,

আজকে তো আমরা আমাদের ইচ্ছেমতো জীবন যাপন করছি। নেক কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিচ্ছি। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের পরোয়া করছি না। কিন্তু আমরা এদিকে তাকাচ্ছি না যে, আমরা আমাদের এই বদআমলগুলো দিয়ে আমাদের পরওয়ারদিগারকে অসন্তুষ্ট করছি। একদিন আমাদেরকে তার সামনে দাঁড়াতে হবে। ক্বিয়ামতের দিনের তিনিই একমাত্র বাদশাহ। সেদিন কারো নিঃশ্বাস ফেলারও সাহস হবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তার খুতবার মাঝে ইরশাদ করেন,

يَطْوِي اللَّهُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا

الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟

'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাত আসমান ভাজ করে ফেলবেন। এরপর সেগুলোকে তার ডান হাতের মুঠোয় ভরে বলবেন, আমি-ই একমাত্র বাদশাহ। **দুনিয়ার প্রতাপশালীরা আজ কোথায়? অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্ব প্রদর্শনকারীরা আজ কোথায়?**

এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরামের কী অবস্থা হয়েছিলো? হাদীসে এসেছে,

ذَرَفَتْ مِنْهُ الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهُ الْقُلُوْبُ.

একথা শুনে তাদের চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠলো। তাদের হৃদয়গুলো ভয়ে-ত্রাসে কাঁপতে লাগলো।

হাশরের মাঠে গুনাহগারের অসহায়ত্ব

এক বর্ণনায় এসেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এক যুবককে দাঁড় করিয়ে দেবেন। যুবকটির নেককাজ ও কবীরা গুনাহ সমান হবে। আল্লাহ করজোরে তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা, তোমার কাছে যদি আরেকটি নেকি হতো তাহলে আমি তোমাকে আমার রহমতে জান্নাতে পাঠিয়ে দিতাম। যুবকটি তখন বলবে, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি আমার আত্মীয়-স্বজন থেকে একটি নেকি নিয়ে আসছি। তাকে অনুমতি দেয়া হবে। যুবকটির মনে তখন তার আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে খুব আত্মবিশ্বাস থাকবে। সে মনে করবে যে, আমার আত্মীয়-স্বজনগণ দুনিয়াতে আমার প্রতিটি সমস্যায় পাশে থেকেছিলেন। আমিও তাদের পাশে থাকতাম। তারা নিশ্চয়ই আমাকে একটি নেকি দেবেন।

ভাই থেকে নৈরাশ্য

সেমতে সে সর্বপ্রথম তার ভাইয়ের কাছে যাবে। তাকে বলবে, ভাই আমার, আমরা দুনিয়াতে একসাথে থাকতাম। আমাদের আনন্দ ও বেদনা একই ছিলো। আমরা সবসময় একজন আরেকজনের বাহু হয়ে সহায়তা করতাম। আপনার কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলে আমি তা পূর্ণ করতাম। আমার কোনো জিনিসের প্রয়োজন পড়লে আপনি এগিয়ে আসতেন। পূর্ণ করতেন। আজ আমার একটিমাত্র নেকি প্রয়োজন। আপনি আমাকে একটি নেকি দিন।

তার উত্তরে ভাই বলবে, ভাইগো, আজ আমি তোমার কোনো সাহায্য করতে পারবো না। কেননা আমার নেকিতে তখন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। তখন আমি সমস্যায় পড়ে যাবো।

এভাবে সে মাত্র একটি নেকি দিতে অস্বীকার করবে। সেই ভাই তখন নিরাশ হয়ে পিতার কাছে যাবে।

পিতা থেকে নৈরাশ্য

যুবকটি তার পিতার কাছে গিয়ে নিবেদন করবে, হে আব্বুজান, আমি আপনার ছেলে। আপনার চোখের মণি। আপনার কলিজার টুকরো। আমার একটি মাত্র নেকি প্রয়োজন। আপনি আমাকে তা দান করুন।

পিতা নেকি দিতে অস্বীকার করবেন। যুবকটি বারবার পিতার কাছে করজোরে নিবেদন করবে, আব্বুজান, দুনিয়াতে আমি কোনো সমস্যায় পড়লে আপনার কাছেই ছুটে আসতাম। আব্বু, আপনি আমার মাথার ওপর ছায়া হয়ে ছিলেন। আপনিই আমার আশ্রয় ছিলেন। আমি কোথাও ক্ষতির শিকার হলে আপনার কাছেই এসে মনের কথা খুলে বলতাম। আপনি আমার যথাসাধ্য সহায়তা করতেন। আপনি দুনিয়াতে আমাকে সান্তনা দিয়ে বলতেন, বেটা, আমি তোমার সঙ্গে আছি। আব্বু, আজকেও আমি সমস্যায় পড়েছি। আপনি আমাকে একটি মাত্র নেকি দান করুন।

কিন্তু পিতা তাকে কোনো নেকি দান করতে রাজি হবেন না। এতে যুবকটির পেরেশানি বেড়ে যাবে।

বোন থেকে নৈরাশ্য আমি

অতপর সে তার বোনের কাছে ছুটে আসবে। বলবে, বোন আমার, আমি তোমার ভাই। তুমি দুনিয়াতে আমাকে 'বীর' বলে ডাকতে। তুমি বলতে, এ আমার বীর। আমি তোমার জন্যে সবকিছু কুরবান করবো। তুমি আমাকে প্রতিপালন করতে। আমি তোমার সেই ভাই। আমার একটি মাত্র নেকি প্রয়োজন। আপনার কাছে অনেক নেকি আছে। সেখান থেকে আমাকে একটিমাত্র নেকি দান করুন।

কিন্তু তার বোন তাকে কোনো নেকি দেবেন না।

স্ত্রী থেকে নৈরাশ্য

যুবকটি এরপর তার স্ত্রীর কাছে যাবে। তার মনে অনেক আস্থা থাকবে যে, স্ত্রী আমাকে অবশ্যই নেকি দেবে। সে দুনিয়ায় থাকতে অনেক নেকি অর্জন করেছে। খুব নামায পড়তো। তার বিপরীতে আমি আলসেমি করতাম।
সে স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলবে, দেখো, দুনিয়ায় থাকতে আমি তোমার প্রতিটি ইচ্ছে পূরণ করতাম। তোমার সামান্য ইশারায় আমি আমার মাল ব্যয় করে ফেলতাম। তুমি যে কাপড়টি চাইতে আমি তা এনে হাজির করতাম। তুমি যে ধরনের বাড়ি চাইতে আমি বানিয়ে দিতাম। যেভাবে সাজতে চাইতে আমি সাজিয়ে দিতাম। আমি পৃথিবীতে তোমার ব্যথাকে আমার নিজের ব্যথা মনে করতাম। তোমার খুশিকে আমার নিজের খুশি মনে করতাম। আমরা দু'জন ছিলাম দু'জনার আনন্দ-বেদনার সমভাগী। আজ এমন একটি মুহূর্ত এসেছে যখন তোমার কাছে অনেকগুলো নেকি আছে, আমার মাত্র একটি নেকি প্রয়োজন। তুমি সেখান থেকে একটি নেকি আমাকে দাও।

স্বামীর এতো কথায়ও স্ত্রীর মন গলবে না। সে তাকে কোনো নেকিই দান করবে না।

মা থেকে নৈরাশ্য

তখন তার মনে পাক্কা বিশ্বাস হবে যে, এখন এমন একজনই আছেন, যিনি দুনিয়াতেও আমার ওপর দয়াপ্রবণ ও স্নেহশীল ছিলেন। এখন আমাকে তার কাছে যেতে হবে। তখন সে তার মায়ের কাছে এসে বলবে, আম্মুজান, আমি আপনার ছেলে। আমি আপনার চোখের জ্যোতি, হৃদয়ের টুকরো। আজ আমি একটি মাত্র নেকির জন্যে আটকে গেছি। যদি সেই নেকিটি জোগাড় করতে না পারি তাহলে আমাকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে। আম্মুজান, আমাকে একটি নেকি দান করুন।

তার মা তাকে কোনো নেকি দান করবেন না। তখন সে কাঁদবে, চিৎকার করবে। চোখের জলে বলবে, আম্মুজান, আজ আপনার ছেলে আপনার সাথে ফরিয়াদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনার সামনে দু'হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাচ্ছে। আম্মু, আপনি আপনার ছেলের ওপর রহম করুন, কোমল হোন, আপনার ছেলের খেয়াল করুন। আম্মু, আমি রৌদ্রে দাঁড়াবো; এটা আপনি দুনিয়াতে সহ্য করতে পারতেন না। আজ আমাকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে। আপনি আমাকে একটি নেকি দান করুন।

এতো কিছুর পরও তার মা তাকে কোনো নেকি দিতে রাজি হবে না।

অবশেষে অনুতাপ করে বেড়াবে

যখন তার মাও তাকে মুখের ওপর না করে দেবে, তখন সে বড় কষ্ট পাবে। প্রচণ্ড কষ্টের কারণে সে তার হাতের আঙ্গুলগুলো চিবাতে শুরু করবে। আর বলবে, হায় আমি যদি জানতাম, আখেরাতে তাদের কেউই আমার কাজে আসবে না।

(يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيلًا

'হায়, আমি যদি রাসূলের রাস্তায় চলতাম'।

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا.

'হায়, আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম'।

তার শত পেরেশানী সত্ত্বেও কোনো মানুষ তাকে একটি নেকিও দান করবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই জানিয়ে দিয়েছিলেন-

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيه

'সেদিন এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে, ব্যক্তি তার ভাই থেকে পলায়ন করবে, এমনকি তার মা, বা, স্ত্রী ও সন্তান থেকেও পালিয়ে বেড়াবে'।

এমন এক দিন হবে, যেদিন ভাই কাজে আসবে না, মা কাজে আসবে না, বাবা কাজে আসবে না, স্ত্রী কাজে আসবে না, সন্তানও কাজে আসবে না।

জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতির নতুন কৌশল

কুরআনুল কারীম জানাচ্ছে যে, সেদিন মানুষ এমন দুঃসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যে, সে কামনা করবে, হায়, আজ যদি আমার পরিবর্তে সারা পৃথিবীর মানুষকে জাহান্নামে ফেলা হতো। তাদের সকলের বিনিময়ে যদি আমি একা বেঁচে যেতে পারতাম।

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ وَ صَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَ فَصِيلَتِهِ الَّتِي تُشَوِيْهِ ، وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيه

দুনিয়ার সকল মানুষকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হোক, শুধু আমাকেই রক্ষা করা হোক। আল্লাহ বলছেন, "আদৌ নয়" কেননা আমি পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .

'কোনো মানুষের বোঝা অন্য মানুষ বহন করবে না'।

আজ আপনি পৃথিবীতে যেই গুনাহের বোঝা একত্র করছেন তা আপনাকেই মাথায় বহন করতে হবে। হে মানুষ, আজ তোমার এমন অবস্থা যে, ছোট্ট একটি বালতি মাথায় বহন করতে পারো

না। কিন্তু একদিন তোমাকে পাহাড় সমান ভারী জিনিস মাথায় বহন করতে হবে। এভাবে যদি তুমি তোমার গুনাহগুলো নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নাও তাহলে আখেরাতে তোমার এমন হাশর হবে, যেই হাশর কেউ চোখেও দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ .

'আমি তাকে এমন আযাব দেবো, এমন আযাব দু' জাহানের অন্য কাউকে দেবো না'।

জাহান্নামে ক্ষুৎ-পিপাসার সমাধান

জাহান্নামের মাঝে এক ব্যক্তি ক্ষুধার কারণে ফেরেশতাদের বলবে, আমাকে কিছু খেতে দিন। ফেরেশতা তাকে নিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের একটি পাহাড়ে আরোহন করবে। পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে তাকে সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেবে। সে অঙ্গারগুলোর ওপর থেকে গড়িয়ে নিচে পড়বে। সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হবে। দেহ জ্বলতে থাকবে। এমনকি সে নিচের উপত্যকায় এসে পড়বে। এরপর সে কোনোমতে উঠে দাঁড়াবে। তার সারা শরীর ব্যথা করবে। জ্বলবে, পোড়াবে। ক্ষুধা লাগবে। পিপাসা বোধ করবে। এরপরও সে ফেরেশতার কাছে ফরিয়াদ করে বলবে, আমাকে খাওয়ার জন্যে কিছু দাও।

তখন ফেরেশতা যাকুমের একটি চারাগাছ নিয়ে আসবে। যার মাঝে অনেক কাটা থাকবে। প্রচণ্ড তিক্ত হবে। সে তাকে খাওয়ার জন্যে এই চারাগাছটি বাড়িয়ে দেবে। সে ক্ষুৎ-পিপাসায় এতোটাই কাতর হবে যে, তা হাতে নিয়েই খেতে শুরু করবে। সেই গাছের তিক্ততা ও বিষ, কাটাগুলো তার গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়বে। তার ব্যথা-বেদনা পূর্বাপেক্ষা আরো বেড়ে যাবে। সে চিৎকার করে দোহাই দিয়ে বলবে, আমার তেষ্টা পেয়েছে। আমাকে পানি দাও। ফেরেশতা তখন একটি পেয়ালা নিয়ে আসবেন। যার মাঝে কোনো জিনিস উথলাতে থাকবে। সে পানি

হবে না। অন্য কিছু হবে। কুরআনকে জিজ্ঞেস করুন, জাহান্নামীদের পান করতে কী দেয়া হবে? কুরআন বলছে-

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ

জাহান্নামের মাঝে জাহান্নামীদের জখম থেকে যেই রক্ত পড়বে, পুঁজ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তা একত্র করাবেন। যখন পান করার জন্যে কোনো জাহান্নামী ককিয়ে ওঠবে, পানি চাইবে তখন ফেরেশতা সেই রক্ত ও পুঁজের পেয়ালা নিয়ে তাকে পান করতে দেবে।

এসময় জাহান্নামীর এ পরিমাণ তেষ্টা পাবে যে, সে পেয়ালাটি সঙ্গে সঙ্গে মুখে নিয়ে পান করতে শুরু করবে। হে দুনিয়ার মজার মজার পানীয় পানকারীগণ, হে দুনিয়ার রকমারী ড্রিংকসের স্বাদ আস্বাদনকারীগণ, হে দুনিয়ার মজাদার লোভনীয় চটকদার খাবার গ্রহণকারীগণ, একটু ভেবে দেখো, যদি জাহান্নামে যেতে হয় তাহলে সেখানে গিয়ে কী খাবে? কী পান করবে? আজ যদি কোনো স্থানে পুঁজ পড়ে থাকে কোনো মানুষ তার গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সেখানে ওই পুঁজই পান করতে হবে।

জাহান্নামী ব্যক্তি প্রচণ্ড তৃষ্ণার কারণে সেই পুঁজই পান করতে থাকবে। পুঁজগুলো এতোটাই অগ্নিতপ্ত হবে যে, তার পেটের নাড়ি-ভুড়ি কেটে যাবে। পেট ফুড়ে সেগুলো বেরিয়ে আসবে। আল্লাহ তখন তার পেটকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেবেন। আবার ওই জাহান্নামীর ক্ষুধা লাগবে। ফেরেশতা তাকে পূর্বের মতো সেই অঙ্গারের পাহাড়ে নিয়ে যাবেন। পূর্বের সেই দৃশ্যগুলো আবার চিত্রায়িত হতে থাকবে। এভাবেই চলবে।

জাহান্নামীদের কণ্ঠস্বর হবে কুকুরের মতো

এক বর্ণনায় এসেছে, জাহান্নামী ব্যক্তি জাহান্নামের মাঝে এক হাজার বছর পর্যন্ত কাঁদতে থাকবে। এমনকি তার কণ্ঠস্বর হয়ে যাবে কুকুরের কণ্ঠের মতো। তার মুখ থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ বেরোবে। তারপরও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবে না। হে বন্ধু, আজ তোমার চোখের এক ফোঁটা অশ্রু আল্লাহর রহমতকে টেনে আনতে পারে। তোমার চোখের দু' ফোঁটা জল

বেরোলে আজ আল্লাহ তোমার গুনাহগুলো ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে দেবেন। আজ যদি এই দুনিয়াতে তুমি না কাঁদো তাহলে জাহান্নামের মাঝে অনন্তকাল তোমাকে কেঁদে বেড়াতে হবে। এমনকি তোমার কণ্ঠস্বর কুকুরের মতো হয়ে যাবে। তোমার মুখ থেকে কুকুরের আওয়াজ বেরোবে কিন্তু সেদিন আল্লাহর রহমত তোমার দিকে আসবে না।

জাহান্নামের একটি গুহার বিবরণ

হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহ. লিখেছেন, জাহান্নামে মাঝে কিছু গুহা থাকবে। যেগুলোর মাঝে বিচ্ছু থাকবে। এক ব্যক্তিকে ফেরেশতা পাকড়াও করে সেই বিচ্ছুর গুহায় ফেলে দেবেন। ফেরেশতা গুহার মুখের দরোজা খুলে সেই ব্যক্তিকে তার মাঝে নিক্ষেপ করে বাইরে থেকে লাগিয়ে দেবেন।

কিতাবের মাঝে এসেছে, যেভাবে মৌচাকের ওপর মৌমাছির দল ভনভন করে উড়ে বেড়ায়, সেভাবে ওই ব্যক্তির শরীরের ওপর বিচ্ছুর দল ছুটে বেড়াবে আর দংশন করবে। এতোগুলো বিচ্ছু একসাথে তার দেহকে দংশন করতে থাকবে। সে চিৎকার করে কাঁদবে। ফরিয়াদ করবে। কিন্তু সেখানে কেউ তার চিৎকার, হাহাকার, ফরিয়াদ শুনতে পাবে না। কেউ তার সহায়তায় এগিয়ে আসবে না। সে একাকীই পড়ে থাকবে। আজ তোমাকে একটি মৌমাছি দংশন করলে চিৎকার করে গোটা মহল্লা মাথায় তুলে ফেলো। দুনিয়ার দংশন কিছুক্ষণ পর শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যখন তোমাকে এতোগুলো বিচ্ছু দংশন করবে তখন তোমাকে হাজার বছর পর্যন্ত সেই ব্যথা ও জ্বালাপোড়া সহ্য করতে হবে। হে মানুষ, ভেবে দেখো, দুনিয়ার সামান্য স্বাদের জন্যে, সাধারণ ফুর্তির জন্যে, যৎসামান্য।
আত্মতৃপ্তির জন্যে তুমি আখেরাতের অনন্তকালের আযাব ক্রয় করছো, এরচেয়ে চরম দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে!

ফেরেশতাদের সাথে জাহান্নামীদের আলাপন

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে যে, জাহান্নামীরা এক পর্যায়ে বলবে, হে আল্লাহ, আমাদের মৃত্যু দিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তাদের বলবেন,

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا .

'আজ তোমরা একটি মৃত্যু চেয়ো না, একাধিক মৃত চাও। আজ তোমাদের কোনো মৃত্যু হবে না'।

তোমরা এভাবেই জাহান্নামের মাঝে আল্লাহর অসন্তুষ্টির বোঝা মাথায় নিয়ে পড়ে থাকবে। তোমাদেরকে এভাবেই শাস্তি দেয়া হবে। কারণ তোমরা দুনিয়াতে তার কথা শোনোনি। আজ তিনি তোমাদের কথা শোনবেন না। ফেরেশতাগণ পর্যন্ত হয়রান হয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে, তোমাদের কাছে কি কোনো ভীতি প্রদর্শনকারী আসেননি? তিনি কি তোমাদেরকে জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তির কথা খুলে খুলে বলেননি? তিনি কি তোমাদেরকে জাহান্নাম সম্পর্কে সন্ত্রস্থ্ করেননি?

তারা বলবে, আমাদের কাছে ভীতিপ্রদর্শনকারী এসেছিলেন। কিন্তু আমরা তার কথা শুনিনি। তাকে আমরা তাড়িয়ে দিয়ে বলেছি, তুমি মিথ্যাবাদী। বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছে। পরকালে গিয়ে আমরা দেখে নেবো।

জাহান্নামীরা বলবে, হায় আমরা যদি তার কথা তখন শুনতাম, আমাদের কাছে বদি আকল হতো তাহলে আমরা আজ জাহান্নামী হতাম না।

জাহান্নামীদের দু'টি আলামত

উক্ত আয়াতে জাহান্নামীদের দু'টি বিশেষ বৈশিষ্টের কথা কুরআন জানিয়ে দিয়েছে। তাহলো, তারা হেদায়েতের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে না। যদি শোনে তাহলে এ কথা ভাবে না যে, আমাদেরকে তার ওপর আমল করতে হবে। এদিকে সে তার মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করে না। কুরআনুল কারীমের এই দু'টি শব্দ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ-
জাহান্নামী লোকটি বলবে, আপনি কি আপনাকে চিনতে পারছেন না? আমি দুনিয়ায় থাকতে অমুক সময় আপনাকে পানি পান করিয়ে ছিলাম।

বুযুর্গ তখন জাহান্নামী লোকটির হাত ধরে আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের সামনে নিয়ে যাবেন এবং নিবেদন করবেন, হে আল্লাহ, আমার ওপর এ ব্যক্তির ইহসান রয়েছে। কাজেই আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।

আল্লাহ তা'আলা তখন ওই বুযুর্গের সুপারিশ গ্রহণ করে তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

জাহান্নামীদের পোষাক

জাহান্নামীদের পোষাক কেমন হবে? কল্পনা করুন, আপনি একটি গলি দিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে একটি মৃত কুকুর পড়ে আছে। কী পরিমাণ গন্ধ সেখান থেকে বেরোতে পারে? গলিটি পার হওয়াই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। যদি সেখানে একটি মৃত গাধা পড়ে থাকে তাহলে তো গোটা মহল্লায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। একটি জানোয়ারের লাশ গলার কারণে যদি এই পরিমাণ দুর্গন্ধ হয়, -ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি সমস্ত পৃথিবীর সকল মানুষ, সমস্ত জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখি ও মাছ এমনকি সমস্ত মাখলুকাতকে এক স্থানে একত্র করা হয় আর সেখানেই তাদের মৃত্যু এসে যায় এবং তাদের লাশগুলো পঁচে-গলে যায়, তাহলে সেখানে যেই পরিমাণ দুর্গন্ধ হবে, তার

থেকে বেশি ও প্রকট দুর্গন্ধময় হবে জাহান্নামীদের পোষাক। বন্ধু আমার, আজ তুমি কতো ব্রান্ডের পারফিউম ব্যবহার করো। কখনো ফ্রান্সের poison-এর সুগন্ধি ব্যবহার করো। কখনো বিলেতের সেন্ট ব্যবহার করো। ভেবে দেখো তো, কাল জাহান্নামের ভেতর এমন পোষাক পরিয়ে দেয়া হবে, যার মাঝে এতো এতো দুর্গন্ধ! কল্পনা করে দেখো, আগুনের বাড়ি, পেরেশানীর ওপর পেরেশানী। কষ্টের শেষ নেই। কাজেই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হলো, আগ থেকেই সতর্ক হয়ে যাও।

জাহান্নামীদের আর্তচিৎকার

জাহান্নামের ভেতর জাহান্নামীরা কষ্ট-বেদনার কারণে কেঁদে-কেটে বলবে,
رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا ؟ شِقْوَتُنَا

'হে আমার প্রভু, আমাদের ওপর আমাদের দুর্ভাগ্য চেপে বসেছে'।

وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ . 'আমরা নিঃসন্দেহে জালিম ছিলাম'

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا

'হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিন'। (দুনিয়ায় পাঠান)।

فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُون)

'সেখানে গিয়ে যদি আমরা গুনাহে ফিরে যাই, তাহলে নির্ঘাত আমরা অতিশয় জালিমে পরিণত হবো।'।

আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ

কিন্তু তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা এতোটাই অসন্তুষ্ট বলবেন- যে, তিনি

ِاخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون

'ওহে নরাধমের দল, দূর হয়ে যাও। আমার সামনে থেকে সরে যাও। আমার সাথে কোনো কথা বলবে না'।

দুনিয়াতে তোমাদেরকে বুঝানোর জন্যে আমি কতোজনকে পাঠিয়েছি। ঈমানদারগণ তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তোমরা তাদের কথায় কর্ণপাত করোনি। এক কানে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতে। তারা তোমাদেরকে দ্বীনের দিকে ডাকতো। তোমরা তাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে। তারা তোমাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতো আর তোমরা রুসমের দিকে ছুটতে। তোমরা তাদের কথায় মনোযোগ দিতে না। বরং উল্টো

َكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُون 'ঈমানদের সাথে তোমরা বিদ্রুপ করতে, ঠাট্টা করে বেড়াতে'

আজ তোমাদের পরিপূর্ণ রূপে বুঝে আসবে যে, দুনিয়াতে তারাই ছিলেন সত্যবাদী। একমাত্র তাদের কথাগুলোই সত্য ছিলো।

সদকার বরকত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সদকা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ প্রশমিত করে। এটি অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। অর্ধ খেজুরের বিনিময়ে হলেও।

আরেক হাদীসে এসেছে, দান খয়রাত গুনাহের আগুনকে এমনভাবে নিভিয়ে দেয় যেভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে।

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, কিয়ামতের দিন প্রতিটি ব্যক্তি তার সদকার ছায়ায় থাকবে। অর্থাৎ ব্যক্তির সদকার পরিমাণ যতো বেশি হবে সেই অগ্নিতপ্ত দিনে ওই ব্যক্তির ছায়া ততোটা গভীর হবে। সেদিন এতোটাই উত্তপ্ত প্রহর হবে যে, মানুষের ঘাম থেকে বন্যা সৃষ্টি হয়ে তাকে মুখ পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখবে।

কাজেই *"যে ব্যক্তি কামনা করবে যে, সে যেনো কিয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের ক্রোধ ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পায় সে ব্যক্তি যেনো অধিক হারে সদকা করে।"*

কুরআন মাজিদের ফরিয়াদ

আজ আমরা স্কুল-কলেজে অন্যান্য বই-পুস্তক খুব পড়ি এবং বুঝে নিই। কিন্তু কুরআন পড়ার মতো, কুরআন বুঝার মতো সময় আমাদের হয় না। অথচ কুরআনুল কারীম আমাদেরকে চিৎকার করে বলছে-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

'আমি কুরআনকে পড়ার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। সেই কুরআন পড়ে বুঝার মতো তোমাদের মধ্যে কেউ কি আছে'।

হাদীস শরীফে এসেছে, কুরআনুল কারীমকে কিয়ামতের দিন একজন সুশ্রী যুবকের অবয়ব দিয়ে পেশ করা হবে। সেদিন কুরআন ঝগড়া করবে।

বলবে, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এ লোকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাদের ঘরে সবসময় পড়ে থাকতাম। গৃহকর্তা সারা দিন ঘরে বসে টিভি দেখতো। গোটা পৃথিবীর পত্র-পত্রিকা পড়তো, ইংলিশ ডাইজেস্ট বাংলা ডাইজেস্ট থেকে মুখ তুলতো না। আমি আলমারীতে পড়ে থাকতাম। আমার ওপর ধুলোর আস্তরণ পড়ে যেতো। মাঝে-মধ্যে পরিস্কার করার জন্যে আমার ওপর ঝাড়ফুক দিতো, কিন্তু কখনো আমার গেলাফ খুলে দেখতো না। সে কখনো আমাকে পড়ার চেষ্টা করতো না। তার সাথে আমার সবসময় অচেনার মতো দূরত্ব বিরাজ করতো। আমার জন্যে তার সময় হতো না। হে আল্লাহ, আমাকে আমার হক দিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, তোমার হক কী?

সে বলবে, আজ তাকে তার গুনাহের শাস্তি দিলেই আমি আমার হক পেয়ে যাবো।

তখন ওই ব্যক্তিকে অধোমুখে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। ভেবে দেখুন, আমরা আজ কুরআনের হক আদায় করি না, আল্লাহর হক আদায় করি না। কিয়ামতের দিন আমাদের কী অবস্থা হবে

প্রিয় বন্ধুগণ, যে বান্দা দুনিয়াতে নেককারের জীবন যাপন করবে আর আখেরাতে গিয়ে প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা সামনে পাবে সে ব্যক্তি তার অতীত দুনিয়ার সমস্ত জিনিস ভুলে যাবে। আজ সে এমন সম্মান পাবে যার পর আর কোনো দিন লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হবে না। এমন রাজত্ব পাবে যার পর আর কোনো দিন দারিদ্রের মুখোমুখী হতে হবে না। এমন উচ্চতা পাবে, যার পর নিম্নমুখীতা বলে কিছু নেই। এমন ভালোবাসা পাবে না, যার পর ঘৃণা যুক্ত হবে না। সুবহানাল্লাহ।

তিনিই হবে সফল মানুষ। যিনি দুনিয়ার জীবনে কয়েক দিন কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। নামায পড়েছেন। রোযা রেখেছেন। তিলাওয়াত করেছেন। পর্দার ভেতরে অবস্থান করেছেন। তাকওয়া ও পরহেযগারীর সাথে জীবন যাপন করেছেন। শরীয়ত অনুযায়ী জীবন সাজিয়েছেন। এখন তার জন্যে মহা সৌভাগ্যের রাজফটক খুলে গেছে। সুবহানআল্লাহ।

এই বিশাল ও বিপুল আতিথেয়তা কার? আল্লাহর। আরে, দুনিয়াতে প্রত্যেক মেজবান তার সামর্থ অনুযায়ী আতিথেয়তা করে। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাঁর প্রিয় বান্দার আতিথেয়তার জন্যে জান্নাত সাজিয়ে রেখেছেন। সুবহানাল্লাহ।

যখন জান্নাতে মানুষ এতো নে'আমত পাবে তখন কার মন চাইবে ধুলো- ধুসরিত দুনিয়ায় ফিরে আসতে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুনিয়াতে মুমিনের উদাহরণ মাতৃগর্ভের ভ্রুণের মতো। যখন শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন সে কান্না করে। কিন্তু দুনিয়ার আলো দেখার পর সে মাতৃগর্ভে ফিরে যেতে চায় না। এভাবে মুমিন ব্যক্তিও মৃত্যুর প্রাক্কালে ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু যখন সে তার পরওয়ারদেগারের কাছে পৌঁছবে তখন আর দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাইবে না।

আল্লাহর দয়া

আল্লাহ রহমত অনেক প্রশস্ত। শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ. তার মুরীদ ও ভক্তবৃন্দের সামনে ষোল বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের ফিরিস্তি জানিয়ে আলোচনা করেছেন। এরপর একদিন তিনি তার দরসে আল্লাহর আযাবের ওপর আলোচনা শুরু করেন, তখন সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর ইলহাম হয়, হে আবদুল কাদের, আমার রহমত কি ফুরিয়ে গেলো যে, তুমি আমার আযাব নিয়ে আলোচনা শুরু করলে?

জীবিকা নিয়ে ভাবনার সাওয়াব

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত ইরশাদ করেছেন,

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

'ওইদিনগুলোকে আমি মানুষের মাঝে অদল-বদল করবো'।

মানবজীবনে কখনো স্বচ্ছলতা থাকে, আবার কখনো অস্বচ্ছলতাও নেমে আসে। যদি স্বচ্ছলতার দিনে কোনো মানুষ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে প্রচুর ব্যয় করে আর অস্বচ্ছলতার দিনে ধৈর্য ও সংযমের সাথে চলে

তাহলে এই দুই কাজের প্রত্যেকটির বিনিময়ে সে সাওয়াব লাভ করবে। মানুষ যখন ভাবনাগ্রস্থ মন নিয়ে তার জীবিকার সন্ধ্যানে থাকে, তখন তাকে তার এর ওপর সাওয়াব দেয়া হয়। স্মরণ রাখুন, কিছু কিছু গুনাহ এমন; যার কাফ্ফারা নামায-রোযা দিয়ে হয় না, বরং জীবিকাসন্ধ্যানের পেরেশানীর মাধ্যমে তার কাফ্ফারা হয়ে যায়।

বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আলী, যদি কোনো ব্যক্তি প্রত্যহ এ দু'আ পাঠ করে-

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَفِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

'হে আল্লাহ, আপনি আমার মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থার মাঝে বরকত দিন'।
তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে যেসব নি'আমত দেবেন, তার ওপর তার থেকে হিসেব নেবেন না।
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين

গ্রন্থসূত্র:

১. অনিবার্য মৃত্যুর ডাক- শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

২. মাসিক আল কাউসার

৩. মৃত্যুর বিছানায়- ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী